Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোকাইয়া তাবাসসুম মীম

রোলঃ ২৩১০০১২০০৪০

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পিতা মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোকাইয়া তাবাসসুম মীম

রোলঃ ২৩১০০১২০০৪০

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " রোকাইয়া তাবাসসুম মীম " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রোকাইয়া তাবাসসুম মীম, আইডিঃ ২৩১০০১২০০৪০ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ পিতা মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

রোকাইয়া তাবাসসুম মীম

আইডিঃ ২৩১০০১২০০৪০

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

বিস্তারিত 6

অধ্যায় ১: ভূমিকা 7

১.১ পটভূমি 7

১.২ সমস্যার গভীর বিশ্লেষণ 8

১.৩ গবেষণার প্রশ্ন 11

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য 13

অধ্যায় ২: সাহিত্য পর্যালোচনা 16

২.১ তাফসির ইবনে কাসিরে পিতা-মাতার গুরুত্ব 16

২.২ তাফসির কুরতুবিতে পিতা-মাতার অধিকার 17

২.৩ রিয়াদুস সালেহিনে পিতা-মাতার ফজিলত 18

২.৪ সাহিত্য পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ 18

অধ্যায় ৩: কুরআনের আলোকে গভীর বিশ্লেষণ 19

৩.১ তাওহীদের পর পিতা-মাতা 19

৩.২ ভাষাগত বিশ্লেষণ (‘উফ’ শব্দ) 21

৩.৩ মায়ের ত্যাগের গভীরতা 24

৩.৪ দোয়ার পদ্ধতি 28

৩.৫ পিতা মাতার অভিশাপ রদ হয় না 31

৩.৬ পিতা-মাতার খেদমত 32

৩.৭ পিতা-মাতার অবাধ্যতা 33

৩.৮ মায়ের অবাধ্যতার পরিনাম 35

অধ্যায় ৪: হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ 36

৪.১ মাতা—পিতা বেহেশত এবং মাতা—পিতা দোযখ 36

৪.২ পিতামাতার অসন্তুষ্টি ঈমানহীন মৃত্যুর কারণ 38

৪.৩ একমাত্র পিতা মাতার স্নেহ মমতা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে কোরআন হাদিসের আলোকে 40
৪.৪ পিতা মাতার নামে সদকা, সদকা সংক্রান্ত মূল বিষয়, হাদিস 41
৪.৫ জিহাদের চেয়ে পিতা-মাতার সেবার গুরুত্ব বেশি 42
৪.৬ মায়ের অধিকার: মহানবীর নির্দেশনা 43
৪.৭ পিতা-মাতাকে পেয়েও যে ব্যক্তি বেহেশত লাভ করতে পারেনি 44
৪.৯ ব্যক্তি পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন 45
৪.১০ পিতার আজমত, মায়ের খেদমত 45
অধ্যায় ৫: পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত 47
৫.১ ইলম শেখার জন্য পিতা মাতার অনুমতি 47
৫.২ আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় অধিকার কার 47
৫.৩ মাতা পিতার খেদমতে পার্থিব পুরস্কার 50
৫.৪ পূর্বসূরীদের জীবনীতে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার 52
৫.৫ নামাজরত অবস্থায় বাবা-মা ডাকলে 52
৫.৬ মায়ের সম্মান নিয়ে হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হৃদয় বিদারক ঘটনা 54
৫.৭ পিতা-মাতার দো'আ কবুলযোগ্য 56
৫.৮ মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশী 56
৫.৯ পিতা-মাতার সাথে আদব সমূহ 58
৫.১০ পিতা-মাতার মৃত্যু পরবর্তী অধিকার 67
অধ্যায় ৬: উপসংহার 80
রেফারেন্স 83

বিস্তারিত

এই গবেষণায় ইসলামের আলোকে পিতা-মাতার গুরুত্ব, মর্যাদা, অধিকার ও তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্বসমূহ বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইসলাম মানবজীবনের প্রতিটি সম্পর্ককে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে, যার মধ্যে পিতা-মাতার স্থান সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ। কুরআনুল কারিমে একাধিক স্থানে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতের পরপরই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা তাদের মর্যাদার গভীরতা প্রকাশ করে। একইভাবে সহীহ হাদিসসমূহে পিতা-মাতার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাদের অসন্তুষ্টিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

গবেষণাটিতে গুণগত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কুরআনের আয়াত, সহীহ হাদিস, তাফসির গ্রন্থ এবং ইসলামী গবেষকদের মতামত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক সমাজব্যবস্থায় পিতা-মাতার প্রতি আচরণ ও ইসলামী শিক্ষার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বর্তমান সমাজে পারিবারিক বন্ধন দুর্বল হয়ে পড়ছে এবং অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অধিকার অবহেলিত হচ্ছে। বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি অবজ্ঞা, দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া এবং পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ইসলামী নৈতিকতা ও পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের লক্ষণ। অথচ ইসলাম পিতা-মাতার খেদমত, আনুগত্য, সম্মান ও দোয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে এবং এটিকে জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করেছে।

এই গবেষণা সমাজে পিতা-মাতার মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং নতুন প্রজন্মকে নৈতিক ও পারিবারিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। একই সঙ্গে এটি ইসলামী সমাজব্যবস্থায় পারিবারিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও সহায়ক হতে পারে।

অধ্যায় ১: ভূমিকা

১.১ পটভূমি

মানবসমাজের মৌলিক ও প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান হলো পরিবার। একটি আদর্শ সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপিত হয় সুস্থ, সুশৃঙ্খল ও মূল্যবোধসম্পন্ন পরিবারের মাধ্যমে। আর পরিবারের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করেন পিতা-মাতা। সন্তানের জন্মদান, লালন-পালন, শিক্ষা প্রদান, নৈতিকতা শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব গঠনে তাদের অবদান অপরিসীম। একজন সন্তান পৃথিবীতে আগমনের পর সর্বপ্রথম যে আশ্রয়, ভালোবাসা ও নিরাপত্তা লাভ করে, তা পিতা-মাতার মাধ্যমেই। তাই মানবজীবনে পিতা-মাতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ইসলাম পরিবারব্যবস্থাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে এবং পিতা-মাতার মর্যাদাকে উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে পিতা-মাতা শুধু সন্তানের জৈবিক অভিভাবক নন; বরং তারা সন্তানের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান নিয়ামত ও রহমত। আল্লাহ তাআলা পিতা-মাতার অন্তরে সন্তানের প্রতি মমতা, স্নেহ ও ত্যাগের অনুভূতি সৃষ্টি করেছেন, যার মাধ্যমে সন্তান ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে এবং জীবনের পথে চলতে শেখে। বিশেষ করে মাতা গর্ভধারণ, সন্তান জন্মদান ও লালন-পালনের ক্ষেত্রে অসীম কষ্ট সহ্য করেন এবং পিতা পরিবার পরিচালনা, উপার্জন ও সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনে নিরলস পরিশ্রম করেন।

কুরআনুল কারিমে বহু স্থানে পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًاۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَ أَحَدُهُمَآ أَوْ كِلَاهُمَا
فَلَا تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا

“আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদাচরণ করবে। তাদের একজন অথবা উভয়েই যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে ‘উফ’ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না। আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বল।”

– সূরা আল-ইসরা: ২৩

এই আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার অধিকার ও সম্মানের বিষয়টি স্থান পেয়েছে। এটি ইসলামে তাদের মর্যাদার গভীরতা প্রকাশ করে। একইভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ পিতা-মাতার সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাদের অসন্তুষ্টিকে আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি সম্মান, আনুগত্য, সেবা ও দোয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। তাদের সাথে কোমল ভাষায় কথা বলা, বার্ধক্যে তাদের যত্ন নেওয়া এবং তাদের প্রয়োজন পূরণ করাকে ইবাদতের অংশ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এমনকি জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ আমলের ক্ষেত্রেও অনেক সময় পিতা-মাতার সেবাকে অগ্রাধিকার দিতে বলা হয়েছে। এর মাধ্যমে ইসলাম পারিবারিক বন্ধনকে দৃঢ় ও সমাজকে শান্তিপূর্ণ রাখার শিক্ষা প্রদান করে।

বর্তমান আধুনিক সমাজে পারিবারিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ববোধ, শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা কমে যাচ্ছে। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অবহেলা করা, তাদের মানসিক কষ্ট দেওয়া কিংবা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার মতো ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা ইসলামী শিক্ষা ও মানবিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। এই প্রেক্ষাপটে কুরআন ও হাদিসের আলোকে পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত সম্পর্কে গবেষণা করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

অতএব, এই গবেষণার মাধ্যমে ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা, তাদের অধিকার এবং সন্তানের দায়িত্বসমূহ বিশ্লেষণ করা হবে, যাতে সমাজে সচেতনতা বৃদ্ধি পায় এবং ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

১.২ সমস্যার গভীর বিশ্লেষণ

বর্তমান আধুনিক সমাজে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, ভোগবাদী চিন্তাভাবনা এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনধারার কারণে পারিবারিক সম্পর্ক ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ছে। একসময় যে পরিবার পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও দায়িত্ববোধের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, আজ অনেক ক্ষেত্রে সেখানে স্বার্থপরতা ও উদাসীনতা স্থান করে নিয়েছে। এর সবচেয়ে বেশি

প্রভাব পড়ছে বৃদ্ধ পিতা-মাতার উপর। ইসলাম যেখানে পিতা-মাতার সেবাকে ইবাদতের মর্যাদা দিয়েছে, সেখানে বর্তমান সমাজে তাদের প্রতি অবহেলা, বিরক্তি ও দায়িত্বহীন আচরণ উদ্বেগজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে।

- **বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অবহেলা**

বর্তমানে অনেক সন্তান বৃদ্ধ পিতা-মাতার শারীরিক ও মানসিক প্রয়োজনের প্রতি উদাসীন আচরণ করে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে পিতা-মাতা বিভিন্ন রোগ, দুর্বলতা ও একাকীত্বে ভুগে থাকেন। এ সময় তাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন সন্তানের সঙ্গ, ভালোবাসা ও যত্ন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায়, অনেক সন্তান ব্যস্ততা বা ব্যক্তিগত জীবনের অজুহাতে তাদের সময় দেয় না। ফলে বৃদ্ধ পিতা-মাতা মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন এবং নিজেদের অসহায় মনে করেন।

ইসলাম এই ধরনের আচরণকে কঠোরভাবে নিরুৎসাহিত করেছে। কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

"তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলো না এবং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।" - সূরা আল-ইসরা: ২৩

এই আয়াত প্রমাণ করে যে, পিতা-মাতার প্রতি সামান্য বিরক্তিও ইসলামে অপছন্দনীয়।

- **পিতা-মাতার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ**

বর্তমান সমাজে অনেক সন্তান পিতা-মাতার উপদেশ, চাহিদা বা শারীরিক দুর্বলতাকে বিরক্তির কারণ হিসেবে দেখে। তাদের কথার জবাবে রাগান্বিত হওয়া, কঠোর ভাষায় কথা বলা কিংবা উপেক্ষা করা আজ সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে। অথচ পিতা-মাতা শৈশবে সন্তানের প্রতিটি চাহিদা ধৈর্য ও ভালোবাসার সাথে পূরণ করেছেন।

ইসলামের শিক্ষা হলো, সন্তানের উচিত পিতা-মাতার সাথে নম্রতা ও বিনয়ের আচরণ করা। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।"

– তিরমিজি

এ হাদিস থেকে বোঝা যায় যে, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেওয়া শুধু সামাজিক অপরাধ নয়, বরং তা আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণও।

- **বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসা**

বর্তমান সমাজের অন্যতম দুঃখজনক বাস্তবতা হলো বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসার প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়া। অনেক সন্তান নিজের আরাম, স্বাধীনতা বা সামাজিক অবস্থান রক্ষার জন্য পিতা-মাতাকে পরিবার থেকে আলাদা করে দেয়। এতে পিতা-মাতা গভীর মানসিক কষ্টে ভোগেন এবং নিজেদের অপ্রয়োজনীয় মনে করেন।

ইসলাম পারিবারিক বন্ধন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। পিতা-মাতার সেবা ও যত্ন নেওয়াকে জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম বলা হয়েছে। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, **“আমার উত্তম আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার কে?” তিনি উত্তরে তিনবার “তোমার মা” এবং এরপর “তোমার পিতা” বলেছেন।**
– সহীহ বুখারি ও মুসলিম

এ থেকে স্পষ্ট হয় যে, ইসলামে পিতা-মাতার সেবা ও কাছাকাছি থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

- **আর্থিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া**

অনেক সন্তান অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করতে অনীহা প্রকাশ করে। কেউ কেউ মনে করে যে, পিতা-মাতার দায়িত্ব শুধু নিজের জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল; বার্ধক্যে তাদের দেখাশোনা করা সন্তানের কর্তব্য নয়। এই ধারণা ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

ইসলামে সন্তানের উপর পিতা-মাতার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছে, বিশেষত যখন তারা অসহায় বা উপার্জনে অক্ষম হন। পিতা-মাতার প্রয়োজন পূরণ করা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হিসেবেও বিবেচিত।

- **ইসলামী মূল্যবোধের অবক্ষয়**

উপরোক্ত সমস্যাগুলো মূলত ইসলামী নৈতিকতা ও পারিবারিক মূল্যবোধ থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফল। যখন মানুষ ধর্মীয় শিক্ষা, মানবিকতা ও দায়িত্ববোধ ভুলে যায়, তখন পরিবারে অশান্তি ও সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়। ইসলাম পরিবারকে সমাজের ভিত্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং পিতা-মাতার সম্মানকে অপরিহার্য কর্তব্য হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

অতএব, বর্তমান সমাজে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও সম্মানবোধ পুনর্জাগ্রত করা অত্যন্ত জরুরি। কুরআন ও হাদিসের শিক্ষাকে অনুসরণ করার মাধ্যমে পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

১.৩ গবেষণার প্রশ্ন

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা, তাদের অধিকার এবং বর্তমান সমাজে এ সম্পর্কিত ইসলামী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ বিশ্লেষণ করা। গবেষণাটিকে সুনির্দিষ্ট ও কার্যকরভাবে পরিচালনার জন্য কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব প্রশ্নের মাধ্যমে কুরআন ও হাদিসের আলোকে পিতা-মাতার গুরুত্ব এবং আধুনিক সমাজে তার বাস্তব প্রতিফলন মূল্যায়ন করা হবে।

১. ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা কতটুকু?

ইসলাম পিতা-মাতাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেছে। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতের পরপরই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে পিতা-মাতার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা অন্যান্য মানবিক সম্পর্কের চেয়েও অধিক মর্যাদাপূর্ণ।

এই গবেষণার মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হবে—

- ইসলামে পিতা-মাতার অবস্থান কতটা গুরুত্বপূর্ণ;
- তাদের প্রতি সন্তানের দায়িত্ব কী কী;
- কেন তাদের সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির মাধ্যম বলা হয়েছে;
- এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতার পরিণতি কী।

এছাড়াও পিতা-মাতার সেবা, সম্মান ও আনুগত্যকে ইসলাম কীভাবে জান্নাত লাভের অন্যতম উপায় হিসেবে উপস্থাপন করেছে, তা আলোচিত হবে।

২. কুরআন ও হাদিসে তাদের গুরুত্ব কীভাবে বর্ণিত হয়েছে?

এই গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হলো কুরআন ও সহীহ হাদিসে পিতা-মাতার গুরুত্ব কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইসলামী শরিয়তের মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। তাই গবেষণাটিতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ–এর হাদিস বিশ্লেষণ করে পিতা-মাতার মর্যাদা ও অধিকার ব্যাখ্যা করা হবে।

এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে—

- পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার সম্পর্কিত আয়াতসমূহ
- তাদের প্রতি নম্র আচরণ, দোয়া ও খেদমতের নির্দেশনা
- মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে হাদিসসমূহ
- পিতার দায়িত্ব ও সম্মান
- এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতার ভয়াবহ পরিণতি।

এছাড়া তাফসির ও ইসলামী গবেষকদের মতামতের আলোকে এসব আয়াত ও হাদিসের ব্যাখ্যাও উপস্থাপন করা হবে, যাতে বিষয়টি আরও সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করা যায়।

৩. আধুনিক সমাজে এই শিক্ষার প্রয়োগ কতটুকু হচ্ছে?

বর্তমান যুগে প্রযুক্তিনির্ভর ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থার কারণে পারিবারিক মূল্যবোধে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। এই গবেষণার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হবে যে, আধুনিক সমাজে ইসলামের পিতা-মাতাবিষয়ক শিক্ষাগুলো কতটুকু অনুসরণ করা হচ্ছে।

এ ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিশ্লেষণ করা হবে—

- সন্তানদের মধ্যে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ববোধের অবস্থা;

- বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি আচরণ;
- পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা ও মানসিক দূরত্ব;
- এবং ইসলামী শিক্ষার প্রতি উদাসীনতার প্রভাব।

গবেষণায় এটিও অনুসন্ধান করা হবে যে, ইসলামী শিক্ষার যথাযথ বাস্তবায়ন পারিবারিক শান্তি, সামাজিক স্থিতিশীলতা এবং মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় কীভাবে ভূমিকা রাখতে পারে।

গবেষণার প্রশ্নগুলোর গুরুত্ব

এই গবেষণা প্রশ্নগুলো কেবল ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে নয়, সামাজিক ও নৈতিক দিক থেকেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও সম্মানবোধ একটি সুস্থ সমাজ গঠনের অন্যতম ভিত্তি। গবেষণার মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষাকে আধুনিক বাস্তবতার সাথে তুলনা করে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি এবং পারিবারিক মূল্যবোধ পুনর্জাগরণের পথ নির্দেশ করা সম্ভব হবে।

১.৪ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার উদ্দেশ্য কোনো গবেষণার দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং গবেষণার মাধ্যমে কী অর্জন করা হবে তা স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। "ইসলামে পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত: কুরআন ও হাদিসের আলোকে একটি বিশ্লেষণ" শীর্ষক এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো ইসলামের মৌলিক উৎসসমূহের আলোকে পিতা-মাতার মর্যাদা, অধিকার এবং সন্তানের দায়িত্ব বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা এবং বর্তমান সমাজে এসব শিক্ষার বাস্তব প্রতিফলন মূল্যায়ন করা। এ গবেষণার উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ–

১. ইসলামের মূল উৎস থেকে পিতা-মাতার মর্যাদা নির্ধারণ

এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইসলামের মূল উৎস–কুরআন ও সহীহ হাদিস–এর আলোকে পিতা-মাতার মর্যাদা ও অবস্থান নির্ধারণ করা। ইসলাম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছে এবং পিতা-মাতার সম্পর্ককে বিশেষ মর্যাদা প্রদান করেছে। কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতের পরপরই

পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছেন, যা তাদের মর্যাদার উচ্চতা প্রকাশ করে।

গবেষণাটির মাধ্যমে অনুসন্ধান করা হবে–

- ♦ কুরআনে পিতা-মাতার মর্যাদা কীভাবে বর্ণিত হয়েছে
- ♦ সহীহ হাদিসে তাদের সম্মান ও ফজিলত কীভাবে তুলে ধরা হয়েছে
- ♦ এবং ইসলামী চিন্তাবিদ ও মুফাসসিরগণ এ বিষয়ে কী ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন

এ উদ্দেশ্যের মাধ্যমে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হবে যে, ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা কেবল সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বিষয় নয়; বরং এটি একটি ধর্মীয় দায়িত্ব ও ইবাদতের অংশ।

২. তাদের অধিকার ও সন্তানের দায়িত্ব বিশ্লেষণ

গবেষণার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো পিতা-মাতার অধিকার এবং সন্তানের উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ বিশ্লেষণ করা। ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্বকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে এবং সন্তানের জন্য কিছু মৌলিক কর্তব্য নির্ধারণ করেছে।

এই গবেষণায় আলোচনা করা হবে–

- ♦ পিতা-মাতার প্রতি সম্মান ও আনুগত্যের সীমা ও গুরুত্ব
- ♦ তাদের সাথে নম্র ও সদয় আচরণের নির্দেশনা
- ♦ বার্ধক্যে তাদের সেবা ও পরিচর্যার গুরুত্ব
- ♦ এবং তাদের জন্য দোয়া ও কল্যাণ কামনার গুরুত্ব

এছাড়াও পিতা-মাতার অবাধ্যতার ধর্মীয় ও সামাজিক পরিণতি বিশ্লেষণ করা হবে। গবেষণাটি এ বিষয়টিও তুলে ধরবে যে, ইসলামে পিতা-মাতার সেবা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়, বরং তা জান্নাত লাভের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত।

৩. সমাজে এর বাস্তব প্রয়োগের চিত্র তুলে ধরা

গবেষণার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হলো বর্তমান সমাজে পিতা-মাতাসংক্রান্ত ইসলামী শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ কতটুকু হচ্ছে তা মূল্যায়ন করা। আধুনিক সমাজে পারিবারিক কাঠামো ও জীবনধারায় ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব ও শ্রদ্ধাবোধ দুর্বল হয়ে পড়ছে।

এই অংশে বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হবে–

- পরিবারে পিতা-মাতার অবস্থান ও বাস্তব পরিস্থিতি
- বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি আচরণের ধরন

গবেষণার মাধ্যমে বোঝার চেষ্টা করা হবে যে, ইসলামের নির্দেশনাগুলো বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে অনুসরণ করা হলে পরিবারে শান্তি, ভালোবাসা ও পারস্পরিক দায়িত্ববোধ কীভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে।

সামগ্রিক উদ্দেশ্য

সামগ্রিকভাবে এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো কুরআন ও হাদিসের আলোকে পিতা-মাতার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা প্রদান করা, সমাজে বিদ্যমান অবহেলা ও ভুল ধারণা চিহ্নিত করা এবং ইসলামী পারিবারিক মূল্যবোধ পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা। এর মাধ্যমে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজকে আরও দায়িত্বশীল, মানবিক ও ইসলামী আদর্শভিত্তিক করে গড়ে তোলার পথ নির্দেশ করা সম্ভব হবে।

অধ্যায় ২: সাহিত্য পর্যালোচনা

ইসলামে পিতা-মাতার গুরুত্ব, মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে প্রাচীন ও আধুনিক ইসলামী পণ্ডিতগণ বিস্তর আলোচনা করেছেন। কুরআন ও হাদিসভিত্তিক বিভিন্ন তাফসির, হাদিসগ্রন্থ ও ইসলামী সাহিত্যসমূহে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, আনুগত্য, সেবা ও সম্মানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে উপস্থাপন করা হয়েছে। ইসলামী গবেষকগণ একমত যে, পিতা-মাতার অধিকার রক্ষা করা শুধু সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি ঈমান, নৈতিকতা ও আমলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

এই সাহিত্য পর্যালোচনায় ইসলামের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ—তাফসির ইবনে কাসির, তাফসির কুরতুবি এবং রিয়াদুস সালেহিন—এর আলোকে পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২.১ তাফসির ইবনে কাসিরে পিতা-মাতার গুরুত্ব

তাফসির ইবনে কাসির ইসলামী তাফসিরশাস্ত্রের অন্যতম প্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ। ইমাম ইবনে কাসির (রহ.) কুরআনের আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পিতা-মাতার মর্যাদা ও অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আলোচনা করেছেন।

বিশেষত সূরা আল-ইসরা’র ২৩–২৪ নম্বর আয়াতের তাফসিরে তিনি উল্লেখ করেন যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতের নির্দেশ দেওয়ার পরপরই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর হকের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মানবিক অধিকার হলো পিতা-মাতার অধিকার।

ইবনে কাসির (রহ.) ব্যাখ্যা করেন—

- পিতা-মাতার সাথে কোমল ভাষায় কথা বলা ফরজসদৃশ দায়িত্ব
- তাদের সামনে অহংকার প্রকাশ করা নিষিদ্ধ
- এবং বার্ধক্যে তাদের সেবা করা মহান ইবাদত

তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, সন্তানের উচিত পিতা-মাতার জন্য সর্বদা দোয়া করা, যেমন কুরআনে বলা হয়েছে: وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا

“হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।”

— সূরা আল-ইসরা: ২৪

তাফসির ইবনে কাসিরে পিতা-মাতার অবাধ্যতাকে কবিরা গুনাহ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের সন্তুষ্টিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্যতম মাধ্যম বলা হয়েছে।

২.২ তাফসির কুরতুবিতে পিতা-মাতার অধিকার

তাফসির কুরতুবি কুরআনের অন্যতম গভীর ও বিশ্লেষণধর্মী তাফসিরগ্রন্থ। ইমাম কুরতুবি (রহ.) পিতা-মাতার অধিকার সম্পর্কিত আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় সামাজিক, নৈতিক ও ধর্মীয় দিকসমূহ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন।

তিনি উল্লেখ করেন যে, ইসলাম পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণকে ঈমানের পূর্ণতার অন্যতম নিদর্শন হিসেবে গণ্য করেছে। তার মতে—

- পিতা-মাতার সাথে রূঢ় আচরণ করা হারাম;
- তাদের কষ্ট দেওয়া গুরুতর পাপ;
- এবং তাদের আনুগত্য করা জান্নাত লাভের অন্যতম পথ।

ইমাম কুরতুবি (রহ.) বিশেষভাবে “উফ” শব্দটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ইসলাম এমনকি সামান্য বিরক্তি প্রকাশকেও নিরুৎসাহিত করেছে। অর্থাৎ পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও নম্রতা শুধু বড় কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং দৈনন্দিন আচরণ ও কথাবার্তাতেও তা প্রতিফলিত হওয়া আবশ্যক।

তিনি আরও বলেন যে, পিতা-মাতার অধিকার পালন সামাজিক শান্তি ও পারিবারিক স্থিতিশীলতা রক্ষার অন্যতম উপায়। যখন সন্তান পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্বশীল হয়, তখন পরিবারে ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও নৈতিকতা বৃদ্ধি পায়

২.৩ রিয়াদুস সালেহিনে পিতা-মাতার ফজিলত

রিয়াদুস সালেহিন ইমাম নববী (রহ.) সংকলিত একটি প্রসিদ্ধ হাদিসগ্রন্থ, যেখানে নৈতিকতা, চরিত্রগঠন ও মানবিক সম্পর্ক সম্পর্কিত বহু সহীহ হাদিস সংকলিত হয়েছে। এ গ্রন্থে পিতা-মাতার অধিকার, সেবা ও মর্যাদা নিয়ে বিশেষ অধ্যায় রয়েছে।

রিয়াদুস সালেহিনে বর্ণিত বিভিন্ন হাদিসে উল্লেখ করা হয়েছে যে—

- পিতা-মাতার সেবা আল্লাহর নিকট অত্যন্ত প্রিয় আমল;
- মায়ের মর্যাদা পিতার তুলনায় অধিক গুরুত্বসহকারে বর্ণিত হয়েছে;
- এবং পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জন জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম কারণ।

একটি বিখ্যাত হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“জান্নাত মায়ের পদতলে।”

এই হাদিসের মাধ্যমে মায়ের সেবা, সম্মান ও আনুগত্যের গুরুত্ব অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

আরেকটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“সে ব্যক্তি ধ্বংস হোক, যে তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পেয়েও জান্নাত অর্জন করতে পারল না।” — সহীহ মুসলিম

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, পিতা-মাতার সেবা করা শুধু নৈতিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি আখিরাতের সফলতার অন্যতম মাধ্যম।

২.৪ সাহিত্য পর্যালোচনার সারসংক্ষেপ

উপরোক্ত গ্রন্থসমূহ পর্যালোচনা করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামে পিতা-মাতার অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তা ঈমান ও আমলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামী পণ্ডিতগণ একমত যে, পিতা-মাতার প্রতি সম্মান, সেবা, আনুগত্য ও সদ্ব্যবহার একজন মুমিনের অপরিহার্য গুণ।

তাফসির ও হাদিসভিত্তিক আলোচনাগুলো থেকে বোঝা যায়—

- আল্লাহর ইবাদতের পরেই পিতা-মাতার অধিকার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ
- তাদের অবাধ্যতা বড় গুনাহ;
- এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জন দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের অন্যতম উপায়।

অতএব, ইসলামী সাহিত্যসমূহ পিতা-মাতার মর্যাদা ও দায়িত্ব সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ দিকনির্দেশনা প্রদান করে, যা ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গঠনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

অধ্যায় ৩: কুরআনের আলোকে গভীর বিশ্লেষণ

৩.১ তাওহীদের পর পিতা-মাতা

ইসলামের মূল ভিত্তি হলো তাওহীদ–অর্থাৎ একমাত্র আল্লাহ তাআলার ইবাদত করা এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক না করা। কুরআনুল কারিমে বারবার তাওহীদের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। তবে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হলো, আল্লাহ তাআলা বহু আয়াতে তাঁর ইবাদতের নির্দেশ দেওয়ার পরপরই পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার আদেশ দিয়েছেন। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা কতটা উচ্চ এবং তাদের অধিকার কত গভীরভাবে গুরুত্ববহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

"তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করবে।"
– সূরা আল-ইসরা: ২৩

এই আয়াতটি ইসলামে পিতা-মাতার মর্যাদা বোঝার অন্যতম প্রধান দলিল। এখানে প্রথমে আল্লাহর ইবাদতের কথা বলা হয়েছে, এরপর সঙ্গে সঙ্গেই পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি কেবল একটি সাধারণ উপদেশ নয়; বরং ইসলামের নৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর একটি মৌলিক ভিত্তি।
একইভাবে সূরা লুকমানে আল্লাহ তাআলা বলেন:

"আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি"
– সূরা লুকমান: ১৪

সূরা নিসায় বলা হয়েছে:

“আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরিক করো না; আর পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।”

– সূরা আন-নিসা: ৩৬

এছাড়াও সূরা আনআমে একই ধরনের নির্দেশ পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। কুরআনে একটি বিষয়ের পুনরাবৃত্তি সাধারণত তার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা নির্দেশ করে। তাই পিতা-মাতার অধিকার যে ইসলামে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তা এসব আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়।

তাওহীদের পরেই কেন পিতা-মাতার অধিকার?

এ প্রশ্নের উত্তর ইসলামের মানবিক ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেই নিহিত। আল্লাহ তাআলা মানুষের সৃষ্টিকর্তা এবং সমস্ত নিয়ামতের মূল উৎস। আর পিতা-মাতা হলেন পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্ব, লালন-পালন ও শিক্ষার বাহ্যিক মাধ্যম। অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর রহমত ও অনুগ্রহ অনেকাংশে পিতা-মাতার মাধ্যমে সন্তানের কাছে পৌঁছে দেন।

একজন সন্তান জন্মের পূর্ব থেকে শুরু করে বড় হওয়া পর্যন্ত পিতা-মাতার অগণিত ত্যাগ, কষ্ট ও ভালোবাসার ঋণে আবদ্ধ থাকে। মা গর্ভধারণ ও সন্তান জন্মদানের কষ্ট সহ্য করেন, আর পিতা পরিবার পরিচালনা ও সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য পরিশ্রম করেন। তাই ইসলাম তাদের সম্মান ও সেবাকে আল্লাহর ইবাদতের পরেই স্থান দিয়েছে।

বিশ্লেষণ

এই ধারাবাহিকতা প্রমাণ করে যে, ইসলামে পিতা-মাতার অধিকার কোনো সাধারণ সামাজিক দায়িত্ব নয়; বরং এটি একটি মৌলিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব। আল্লাহ তাআলা মানুষের উপর যত অধিকার নির্ধারণ করেছেন, তার মধ্যে সর্বোচ্চ হলো তাঁর ইবাদত, আর মানবিক অধিকারের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো পিতা-মাতার অধিকার।

এর মাধ্যমে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্পষ্ট হয়–

- ✓ পিতা-মাতার সম্মান ও সেবা করা ঈমানের অংশ
- ✓ তাদের অবাধ্যতা বড় গুনাহ হিসেবে বিবেচিত
- ✓ এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম।

ইসলাম এভাবে পারিবারিক সম্পর্ককে ইবাদতের সাথে সংযুক্ত করেছে, যাতে পরিবারে ভালোবাসা, দায়িত্ববোধ ও পারস্পরিক শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩.২ ভাষাগত বিশ্লেষণ (‘উফ’ শব্দ)

কুরআনুল কারিমে পিতা-মাতার প্রতি আচরণ সম্পর্কে যে আয়াতগুলো বর্ণিত হয়েছে, তার মধ্যে সূরা আল-ইসরার ২৩ নম্বর আয়াত অত্যন্ত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। আল্লাহ তাআলা বলেন:

“তাদেরকে ‘উফ’ পর্যন্ত বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।”

— সূরা আল-ইসরা: ২৩

এই আয়াতে ব্যবহৃত “উফ” শব্দটি ছোট হলেও এর মধ্যে বিশাল নৈতিক, ভাষাগত ও আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিহিত রয়েছে। ইসলামের সৌন্দর্য এখানেই যে, এটি শুধু বড় বড় অপরাধ বা প্রকাশ্য খারাপ আচরণ নিষিদ্ধ করেনি; বরং মানুষের অন্তরের অনুভূতি, কথাবার্তার ভঙ্গি এবং সামান্যতম বিরক্তিকেও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে।

“উফ” শব্দের ভাষাগত অর্থ

আরবি ভাষায় “উফ” (أُفٍّ) এমন একটি শব্দ, যা সাধারণত বিরক্তি, অস্বস্তি, ক্লান্তি, অসন্তোষ বা অবজ্ঞা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করা হয়। এটি এমন এক ক্ষুদ্র শব্দ, যা মানুষ অনিচ্ছাকৃতভাবেও উচ্চারণ করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ–

- ✓ কারও কথায় বিরক্ত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা,
- ✓ অধৈর্য হয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করা,
- ✓ কিংবা বিরক্তির স্বরে ছোট কোনো শব্দ উচ্চারণ করা।

আরবি ভাষাবিদদের মতে, "উফ" মানুষের মুখ থেকে বের হওয়া সবচেয়ে ক্ষুদ্র বিরক্তিসূচক শব্দগুলোর একটি। কুরআন এই ছোট শব্দটিকেই নিষিদ্ধ করেছে, যাতে বোঝানো হয় যে, পিতা-মাতার প্রতি সামান্যতম কষ্টদায়ক আচরণও ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়।

কুরআনের ভাষাগত অলংকার ও গভীরতা

কুরআনের ভাষাশৈলী অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর। এখানে আল্লাহ তাআলা যদি বড় কোনো গালি বা কঠোর আচরণ নিষিদ্ধ করতেন, তাহলে মানুষ হয়তো ভাবত যে ছোটখাটো বিরক্তি প্রকাশ করা বৈধ। কিন্তু "উফ" শব্দটিকে নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে ইসলাম মূলনীতিই স্থির করে দিয়েছে যে–

যখন ক্ষুদ্রতম বিরক্তিও নিষিদ্ধ, তখন বড় ধরনের রূঢ়তা বা অপমান তো আরও বেশি নিষিদ্ধ।

এটি আরবি ভাষার এক অনন্য বাগ্মিতা (بلاغة) ও কুরআনের অলৌকিক ভাষাগত সৌন্দর্যের উদাহরণ।

নৈতিক বিশ্লেষণ

এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম মানুষের চরিত্র ও নৈতিকতার সর্বোচ্চ মান নির্ধারণ করেছে। সাধারণত সমাজে মানুষ মনে করে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত শারীরিক নির্যাতন বা বড় ধরনের অপমান না করা হয়, ততক্ষণ আচরণ গ্রহণযোগ্য। কিন্তু ইসলাম শুধু বাহ্যিক আচরণকে নয়, বরং মানুষের অন্তরের অবস্থাকেও গুরুত্ব দেয়।

এই আয়াত থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নৈতিক শিক্ষা পাওয়া যায়–

১. পিতা-মাতার প্রতি কোমল আচরণ অপরিহার্য

সন্তানের উচিত পিতা-মাতার সাথে ধৈর্য, নম্রতা ও ভালোবাসার সাথে কথা বলা। তাদের বয়স, দুর্বলতা বা পুনরাবৃত্ত কথাবার্তার কারণে বিরক্ত হওয়া ইসলামের দৃষ্টিতে অনুচিত।

২. কঠোর ভাষা ও ধমক নিষিদ্ধ

আয়াতে “ধমক দিও না” বলা হয়েছে। অর্থাৎ শুধু “উফ” বলাই নয়, উচ্চস্বরে কথা বলা, রাগান্বিত আচরণ করা বা অপমানজনক ভঙ্গিতে কথা বলাও হারাম ও গুনাহের কাজ।

৩. অন্তরের বিরক্তিও অপছন্দনীয়

ইসলাম শুধু মুখের কথাকে নয়, অন্তরের মনোভাবকেও গুরুত্ব দেয়। তাই বাহ্যিকভাবে ভালো আচরণ করলেও যদি অন্তরে অবজ্ঞা, অহংকার বা বিরক্তি থাকে, তাহলে তা ইসলামের আদর্শ আচরণের পরিপূর্ণতা লাভ করে না।

৪. পিতা-মাতার বার্ধক্য ও সন্তানের দায়িত্ব

এই আয়াতের আগের অংশে আল্লাহ তাআলা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন:

“তাদের একজন বা উভয়েই যদি তোমার কাছে বার্ধক্যে উপনীত হয়”

এখানে বার্ধক্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো, এ সময় পিতা-মাতা অনেকটা শিশুর মতো দুর্বল ও নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। বয়স বৃদ্ধির কারণে তারা একই কথা বারবার বলতে পারেন, দ্রুত রেগে যেতে পারেন অথবা শারীরিকভাবে অসহায় হয়ে পড়তে পারেন।

ইসলাম শিক্ষা দেয় যে, এ অবস্থায় সন্তানের দায়িত্ব আরও বেড়ে যায়। কারণ শৈশবে যেমন পিতা-মাতা সন্তানের দুর্বলতা সহ্য করেছেন, তেমনি বার্ধক্যে সন্তানের উচিত তাদের প্রতি ধৈর্য ও সহানুভূতি প্রদর্শন করা।

ইসলামের মানবিক সৌন্দর্য

"উফ" শব্দের মাধ্যমে ইসলাম যে শিক্ষা দিয়েছে, তা মানবাধিকারের এক অনন্য উদাহরণ। আধুনিক মানবাধিকার ধারণা যেখানে অনেক ক্ষেত্রে শুধু শারীরিক নির্যাতন বা বড় ধরনের অপমানকে গুরুত্ব দেয়, ইসলাম সেখানে মানুষের আবেগ, অনুভূতি ও মানসিক কষ্টকেও গুরুত্ব দিয়েছে।

এটি প্রমাণ করে যে–

- ✓ ইসলাম কেবল আইনভিত্তিক ধর্ম নয়;
- ✓ বরং এটি একটি গভীর মানবিক ও নৈতিক জীবনব্যবস্থা।

পিতা-মাতার হৃদয়ে কষ্ট দেয় এমন সামান্য আচরণও ইসলাম পছন্দ করে না

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত।"

— তিরমিজি

এই হাদিস প্রমাণ করে যে, পিতা-মাতার সাথে আচরণ একজন মানুষের ঈমান ও চরিত্রের মানদণ্ড।

৩.৩ মায়ের ত্যাগের গভীরতা

ইসলাম পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে মাকে এমন এক মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে, যা মানব ইতিহাসের অন্য কোনো ব্যবস্থায় এত সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। এর মূল কারণ হলো–মায়ের অসীম ত্যাগ, কষ্ট, ধৈর্য ও ভালোবাসা, যা সন্তানের জন্ম থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ধাপে বিস্তৃত। কুরআন ও হাদিসে মায়ের মর্যাদা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা প্রমাণ করে যে ইসলাম মায়ের অধিকারকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

“তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে…”
— সূরা লুকমান: ১৪

এই আয়াতে “কষ্টের পর কষ্ট” (وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ) শব্দগুচ্ছ অত্যন্ত গভীর অর্থ বহন করে। এটি শুধুমাত্র শারীরিক কষ্ট নয়; বরং মানসিক চাপ, সামাজিক দায়িত্ব, শারীরিক দুর্বলতা এবং দীর্ঘ সময়ের ধৈর্যের প্রতিফলন। এই আয়াত মায়ের ত্যাগকে একটি ধারাবাহিক কষ্টের প্রক্রিয়া হিসেবে তুলে ধরেছে, যা সন্তানের প্রতি তার নিঃস্বার্থ ভালোবাসার প্রমাণ।

মায়ের কষ্টের তিনটি ধাপের বিস্তৃত বিশ্লেষণ

১. গর্ভধারণ: এক দীর্ঘ ধৈর্যের যাত্রা

গর্ভধারণের সময় একজন মা তার শরীরের ভেতরে একটি নতুন জীবনের বিকাশকে বহন করেন। এই সময়টি তার জীবনের সবচেয়ে সংবেদনশীল ও কষ্টকর সময়গুলোর একটি।

এই ধাপে তিনি যেসব কষ্ট সহ্য করেন–

- ✓ শারীরিক দুর্বলতা ও ক্লান্তি
- ✓ বমি, মাথা ঘোরা ও শারীরিক অস্বস্তি
- ✓ খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাত্রার পরিবর্তন
- ✓ মানসিক উদ্বেগ ও ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা

তবুও একজন মা সন্তানের নিরাপত্তা ও সুস্থতার জন্য নিজের সব কষ্ট ধৈর্যের সাথে সহ্য করেন। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই ধৈর্য শুধু মানবিক সহনশীলতা নয়; বরং এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি বিশেষ দায়িত্ব ও পরীক্ষা।

২. প্রসব: অসীম যন্ত্রণার মুহূর্ত

সন্তান জন্মদানের মুহূর্তটি একজন মায়ের জীবনের সবচেয়ে কষ্টকর ও সংকটপূর্ণ সময়। কুরআনে এই সময়ের কষ্টকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে মানুষের মনে মায়ের ত্যাগ সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি সৃষ্টি হয়।

এই পর্যায়ে মা–

- ✓ চরম শারীরিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে যান
- ✓ জীবন-মৃত্যুর সীমান্তবর্তী এক অবস্থার সম্মুখীন হন
- ✓ মানসিকভাবে ভয়, আশা ও কষ্টের মিশ্র অনুভূতি অনুভব করেন

এই ত্যাগের বিনিময়ে একটি নতুন জীবন পৃথিবীতে আগমন করে। ইসলাম এই ত্যাগকে এতটাই গুরুত্ব দিয়েছে যে, এর মাধ্যমে মায়ের মর্যাদা স্বাভাবিকভাবেই পিতার চেয়ে অধিক গুরুত্ব লাভ করে।

৩. লালন-পালন: নিঃস্বার্থ ভালোবাসার ধারাবাহিকতা

সন্তান জন্মের পর মায়ের দায়িত্ব শেষ হয় না; বরং তখনই তার ত্যাগের আরেকটি দীর্ঘ অধ্যায় শুরু হয়। এই ধাপে মা–

- ✓ রাত জেগে সন্তানকে ঘুম পাড়ান
- ✓ নিজের ঘুম ও বিশ্রাম ত্যাগ করেন
- ✓ অসুস্থ হলেও সন্তানের যত্ন নেন
- ✓ নিজের খাবার ও প্রয়োজনকে সন্তানের পরে রাখেন
- ✓ সন্তানের প্রতিটি প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দেন

এই সময় একজন মা নিজের ব্যক্তিগত জীবনকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে সন্তানের জন্য উৎসর্গ করেন। ইসলামী দৃষ্টিতে এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসা হলো এক ধরনের রহমত, যা আল্লাহ তাআলা মায়ের অন্তরে স্থাপন করেছেন।হাদিসে মায়ের বিশেষ মর্যাদা,

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

“তোমার উত্তম আচরণের সবচেয়ে বেশি হকদার তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার মা, তারপর তোমার পিতা।”
— সহীহ বুখারি ও মুসলিম

এই হাদিস অত্যন্ত গভীর অর্থ বহন করে। এখানে তিনবার “মা” উল্লেখ করা হয়েছে, যা মায়ের ত্যাগ ও অধিকারের অতুলনীয় গুরুত্ব প্রকাশ করে।

কেন তিনবার “মা” ?

ইসলামী ব্যাখ্যায় বলা হয়—

- ✓ গর্ভধারণের কষ্ট
- ✓ প্রসবের কষ্ট
- ✓ লালন-পালনের কষ্ট

এই তিনটি প্রধান ত্যাগের কারণে মায়ের অধিকার তিনগুণ গুরুত্ব পেয়েছে। এরপর পিতার উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তিনিও পরিবার রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

মায়ের মর্যাদা বৃদ্ধির কারণসমূহ
ইসলামে মায়ের মর্যাদা উচ্চ হওয়ার কয়েকটি মূল কারণ হলো—

১. শারীরিক ও মানসিক ত্যাগ
মা সন্তানের জন্য নিজের শরীর, সময় ও মানসিক শান্তি বিসর্জন দেন।
২. নিঃস্বার্থ ভালোবাসা
মায়ের ভালোবাসা কোনো প্রতিদান প্রত্যাশা করে না।
৩. ধারাবাহিক সেবা
সন্তানের শৈশব থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত মা নিরবচ্ছিন্নভাবে সেবা প্রদান করেন।

৪. দোয়ার মাধ্যমে সম্পর্ক

মা সন্তানের জন্য সর্বদা কল্যাণ কামনা করেন, যা একটি আধ্যাত্মিক বন্ধন সৃষ্টি করে।

৩.৪ দোয়ার পদ্ধতি

ইসলামে পিতা-মাতার জন্য দোয়া করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত। এটি শুধু একটি আনুষ্ঠানিক প্রার্থনা নয়; বরং সন্তানের অন্তরের কৃতজ্ঞতা, ভালোবাসা এবং আধ্যাত্মিক সংযোগের বাস্তব প্রকাশ। পিতা-মাতা যেহেতু সন্তানের অস্তিত্ব, লালন-পালন ও চরিত্র গঠনের মূল মাধ্যম, তাই তাদের জন্য দোয়া করা ইসলামে একটি স্থায়ী ও অব্যাহত দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে মুমিনদের শিক্ষা দিয়েছেন:

“হে আমার প্রতিপালক! তাদের উভয়ের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন।”
— সূরা আল-ইসরা: ২৪

এই আয়াতটি অত্যন্ত গভীর অর্থবহ। এখানে শুধু দোয়া করার নির্দেশই দেওয়া হয়নি; বরং দোয়ার ধরন ও অনুভূতিও শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। সন্তানকে বলা হয়েছে–পিতা-মাতার ত্যাগ ও কষ্ট স্মরণ করে আন্তরিকভাবে তাদের জন্য রহমতের দোয়া করতে। অর্থাৎ দোয়া যেন শুধুমাত্র মুখের শব্দ না হয়, বরং হৃদয়ের গভীর অনুভূতি থেকে উৎসারিত হয়।

দোয়ার আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

পিতা-মাতার জন্য দোয়া করার মাধ্যমে একজন সন্তানের জীবনে বহু আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অর্থ প্রকাশ পায়। এর মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো–

১. কৃতজ্ঞতা ও ভালোবাসার প্রকাশ

দোয়া হলো সন্তানের পক্ষ থেকে পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞতার সর্বোচ্চ রূপ। তারা যেভাবে সন্তানের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন, সন্তানও আল্লাহর কাছে তাদের কল্যাণ কামনা করে সেই ঋণ স্বীকার করে।
সুরা তাওবায় আল্লাহ তাআলা হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সেই কথা উল্লেখ করেন যা তিনি তার পিতার সঙ্গে ওয়াদা করেছিলেন। আল্লাহ বলেন, 'আর ইবরাহিম কর্তৃক স্বীয় পিতার মাগফিরাত কামনা ছিল কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে, যা তিনি তার সাথে করেছিলেন। অতপর যখন তাঁর কাছে একথা প্রকাশ পেল যে, **সে আল্লাহর শত্রু তখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিলেন। নিঃসন্দেহে ইবরাহিম ছিলেন বড় কোমল হৃদয়, সহনশীল।' (সুরা তাওবা: আয়াত ১১৪)**

২. আল্লাহর রহমত প্রার্থনা

পিতা-মাতার জন্য দোয়া করার মাধ্যমে সন্তান আল্লাহর নিকট তাদের জন্য ক্ষমা, রহমত ও জান্নাত প্রার্থনা করে। এটি তাদের আখিরাতের সফলতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।
হজরত ইবরাহিম আলাইহিস সালাম স্বদেশ ত্যাগের সময় তার বাবাকে বলেছিলেন যে, তার জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া করবেন। ইবরাহিম আলাইহিস সালামের সে দোয়াই আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহর শিক্ষার জন্য কুরআনে তুলে ধরেছেন। যাতে তারা তাদের নিজেদের জন্য দোয়া করার পাশাপাশি পিতামাতা ও মুমিনদের জন্য দোয়া করতে পারেন। দোয়াটি হলো-

رَبَّنَا اغْفِرْ لِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

উচ্চারণ: রাব্বানাগফিরলি ওয়ালে ওয়ালেদাইয়্যা ওয়া লিল মু' মিনিনা ইয়াওমা ইয়া কুমুল হিসাব। (সুরা ইবরাহিম: আয়াত ৪১)
অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা, আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সব মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ক্ষমা করুন। আমাদের পিতামাতাকে ক্ষমা করুন। দুনিয়ার সকল মুমিন মুসলমানকে ক্ষমা করুন। সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে কুরআনের শিক্ষা লাভ করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

কুরআনে মা-বাবার জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ দোয়া উল্লেখ আছে। এগুলো খুবই মূল্যবান এবং নিয়মিত পড়া উচিত। নিচে প্রধান দোয়াগুলো আরবি, উচ্চারণ ও বাংলা অর্থসহ দেওয়া হলো–

১. সূরা আল-ইসরা (১৭:২৪)

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থ: হে আমার পালনকর্তা! আপনি তাদের প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।

২. সূরা আল-আহকাফ (৪৬:১৫)

رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে তাওফিক দিন যাতে আমি আপনার সেই নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় করতে পারি, যা আপনি আমাকে এবং আমার পিতা-মাতাকে দান করেছেন।

৩. সূরা ইবরাহীম (১৪:৪১)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ

অর্থ: হে আমাদের পালনকর্তা! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং সকল মুমিনকে ক্ষমা করুন, যেদিন হিসাব কায়েম হবে।

৪. সূরা নূহ (৭১:২৮)

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে এবং যে কেউ মুমিন অবস্থায় আমার ঘরে প্রবেশ করে, এবং সব মুমিন পুরুষ ও নারীদের ক্ষমা করুন।

মৃত্যুর পরও দোয়ার গুরুত্ব

ইসলামে পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করার পরও তাদের জন্য দোয়া করার গুরুত্ব বহাল থাকে। সহীহ হাদিসে এসেছে যে, মানুষের মৃত্যুর পর তার সকল আমল বন্ধ হয়ে যায়, তবে তিনটি জিনিসের সওয়াব চলমান থাকে–যার মধ্যে একটি হলো নেক সন্তানের দোয়া।

এ থেকে বোঝা যায়–

- ✓ মৃত্যু পিতা-মাতার সাথে সম্পর্ক শেষ করে না
- ✓ সন্তানের দোয়া তাদের জন্য আখিরাতে উপকার বয়ে আনে
- ✓ এবং পারিবারিক সম্পর্ক কেবল দুনিয়াবি নয়, বরং আখিরাতমুখীও

৩.৫ পিতা মাতার অভিশাপ রদ হয় না

ইসলামে পিতা-মাতার কষ্ট, বদদোয়া বা অভিশাপকে খুবই গুরুতর বিষয় বলা হয়েছে। তবে "পিতা মাতার অভিশাপ কখনোই রদ হয় না" — এভাবে একেবারে চূড়ান্তভাবে বলা ঠিক নয়। আল্লাহ চাইলে সবকিছু পরিবর্তন করতে পারেন।

হাদিসে এসেছে, মজলুমের দোয়া, মুসাফিরের দোয়া এবং সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার দোয়া কবুল হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই মা-বাবাকে কষ্ট দেওয়া থেকে খুব সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

কিন্তু যদি সন্তান ভুল বুঝতে পেরে তওবা করে, মা-বাবার কাছে ক্ষমা চায়, তাদের খেদমত করে এবং আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দোয়া করে — তাহলে আল্লাহ রহম করতে পারেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

কুরআনে আল্লাহ বলেনঃ

"তোমার রব নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো।"

– সূরা আল-ইসরা ১৭:২৩

মা-বাবার মন ভাঙলে দ্রুত তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করা, ক্ষমা চাওয়া এবং দোয়া করা উত্তম।

৩.৬ পিতা-মাতার খেদমত

পিতা-মাতার খেদমত (সেবা, সম্মান, আনুগত্য) করার প্রতিদান সম্পর্কে কুরআনে অনেক আয়াত রয়েছে। এখানে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক আয়াতগুলো বাংলা অনুবাদসহ দেওয়া হলো:

১. সূরা আল-ইসরা (১৭:২৩–২৪)

"তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করো। তাদের একজন বা উভয়ই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে পৌঁছে, তবে তাদেরকে 'উফ' পর্যন্ত বলো না, তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলো।

এবং দয়া করে তাদের সামনে নম্রতার ডানা বিছিয়ে দাও এবং বলো, 'হে আমার প্রতিপালক! তাদের প্রতি দয়া করো, যেমন তারা আমাকে শৈশবে লালন-পালন করেছেন।' "

এখানে স্পষ্টভাবে বোঝানো হয়েছে–পিতা-মাতার খেদমত আল্লাহর ইবাদতের পরেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

২. সূরা লুকমান (৩১:১৪)

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে তাকে গর্ভে ধারণ করেছে, সুতরাং তুমি আমার প্রতি এবং তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও।এখানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকে আল্লাহর শুকরিয়ার সাথে একসাথে বলা হয়েছে–এটাই বড় প্রতিদান।

৩. সূরা আল-আনকাবুত (২৯:৮)

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি…"
আল্লাহ সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন–যা পালন করলে সওয়াব (প্রতিদান) পাওয়া নিশ্চিত।

৪. সূরা আল-আহকাফ (৪৬:১৫)

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি, অবশেষে সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে তাওফিক দিন যাতে আমি আপনার নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা আপনি আমার ও আমার পিতা-মাতার উপর দান করেছেন...'"
এই আয়াতে নেক আমল ও জান্নাতের আশা যুক্ত–অর্থাৎ পিতা-মাতার খেদমত জান্নাত পাওয়ার মাধ্যম।

৫. সূরা আন-নিসা (৪:৩৬)

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না

৩.৭ পিতা-মাতার অবাধ্যতা

পিতা-মাতার অবাধ্যতা (অমান্য করা) ইসলামে অত্যন্ত গুরুতর পাপ। কুরআন মাজীদে সরাসরি "অবাধ্যতার শাস্তি" শব্দ ব্যবহার কম থাকলেও–পিতা-মাতার সাথে খারাপ

আচরণের কঠোর নিষেধাজ্ঞা ও তার ভয়াবহ পরিণতি বিভিন্ন আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে। নিচে গুরুত্বপূর্ণ আয়াতগুলো দেওয়া হলো:

১. সূরা আল-ইসরা (১৭:২৩-২৪)

"তোমার প্রতিপালক নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করবে না এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তাদের একজন বা উভয়েই যদি তোমার জীবদ্দশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়, তবে তাদেরকে 'উফ' শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না; বরং তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলো।"

পরিণতি: এখানে 'উফ' বলাও নিষেধ–অর্থাৎ সামান্য কষ্ট দেওয়া পর্যন্ত হারাম। অবাধ্যতা করলে তা আল্লাহর আদেশ অমান্য করার সমান।

২. সূরা লুকমান (৩১:১৪-১৫)

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি যদি তারা তোমাকে আমার সাথে শরীক করতে বাধ্য করে, তবে তাদের কথা মানবে না; কিন্তু দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে।"

পরিণতি: এমনকি তারা ভুল পথেও ডাকলে অবাধ্য হওয়া যাবে, কিন্তু তবুও খারাপ আচরণ করা যাবে না–অন্যথায় গুনাহ হবে।

৩. সূরা আল-আনকাবুত (২৯:৮)

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি"

পরিণতি: এই আদেশ অমান্য করা মানে আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করা–যা শাস্তির কারণ।

৪. সূরা আন-নিসা (৪:৩৬)

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর… এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর।"

পরিণতি: এখানে পিতা-মাতার অধিকার আল্লাহর ইবাদতের পরেই উল্লেখ–অবাধ্যতা বড় গুনাহ।

৫. সূরা আল-আহকাফ (৪৬:১৫)

"আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি"

৩.৮ মায়ের অবাধ্যতার পরিনাম

বনি ইসরাঈলের এক নেককার আবেদ, জুরাইজ, নফল ইবাদতরত অবস্থায় মায়ের ডাক উপেক্ষা করায় মায়ের বদদোয়া ও পরবর্তীকালে অলৌকিকভাবে নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার ঘটনাটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। মায়ের অবাধ্যতার কারণে তাকে অপবাদের মুখোমুখি হতে হলেও, অবশেষে বাচ্চার কথা বলার মাধ্যমে তার পবিত্রতা প্রমাণিত হয়।

জুরাইজ একটি নির্জন স্থানে ইবাদতখানায় আল্লাহ্‌র ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।মায়ের ডাক ও উপেক্ষা: একদিন তাঁর মা এসে ডাকলে, তিনি নফল নামাজরত থাকায় মায়ের ডাকে সাড়া দেননি। মা পরপর তিন দিন এসে ডাকলে তিনি প্রতিবারই নামাজ চালিয়ে যান।মায়ের বদদোয়া: অবহেলায় কষ্ট পেয়ে মা বদদোয়া করেন, "হে আল্লাহ! ব্যভিচারিণীর মুখ না দেখিয়ে যেন তার মৃত্যু না হয়"।অপবাদ ও বিচার: এক বেশ্যা নারী জুরাইজের ওপর মিথ্যা ব্যভিচারের অপবাদ দেয় এবং এক রাখালের মাধ্যমে জন্ম নেওয়া সন্তানকে জুরাইজের বলে দাবি করে। লোকজন তার ইবাদতখানা ভেঙে ফেলে এবং তাকে লাঞ্ছিত করে।অলৌকিক মুক্তি: জুরাইজ অজু করে নামাজ শেষে ঐ শিশুর পেটে আঙুল দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "তোমার পিতা কে?" শিশুটি বলে, "আমার পিতা অমুক রাখাল"।সত্য উদঘাটন: জুরাইজের পবিত্রতা প্রমাণিত হলে লোকজন লজ্জিত হয় এবং তাকে তার ইবাদতখানা পুনরায় তৈরি করে দিতে চায়, যা তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

অধ্যায় ৪: হাদিসের আলোকে বিশ্লেষণ

৪.১ মাতা–পিতা বেহেশত এবং মাতা–পিতা দোযখ

হযরত আবি উমামাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন, এক ব্যক্তি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সন্তানের উপর মাতা–পিতার কি অধিকার রয়েছে? তিনি ইরশাদ করলেন, মাতা–পিতা তোমাদের বেহেশত এবং দোযখ।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ ইরশাদের মর্মার্থ হলো, কোনো ব্যক্তি তাদের থেকে মুসাপেক্ষীহীন হতে পারবে না। সামাজিক জীবনে তাদের গুরুত্ব ছাড়াও পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্যের দিক থেকেও তাঁদের গুরুত্ব অপরিসীম। তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার ও আনুগত্য করে এবং সন্তুষ্ট রেখে বস্তান জান্নাতে নিজের ঘর তৈরি করতে পারে। অন্যদিকে তাঁদের অধিকার পদদলিত করে অসন্তুষ্টির কারণে জাহান্নামের ইন্ধনও হতে পারে।

"হযরত আবদিল্লাহ ইবনে আমর রাজিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণি আছে, তিনি বলেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার সন্তুষ্টির মধ্যে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে।”

মাতা–পিতার অধিকার অস্বীকার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় না। যারা তাঁদেরকে সন্তুষ্ট রাখতে পারে তারাই আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে পারে। তাঁদের ক্রোধ–উদ্রেককারীরা আল্লাহর গযব থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারে না এবং যারা তাঁদেরকে অসন্তুষ্ট করবে তারা আল্লাহকেও অসন্তুষ্ট করবে।

“হযরত জাহিমার রাদিয়াল্লাহু আনহু পুত্র হযরত মাবিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। আর এজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি।

বলুন এ ব্যাপারে আপনার নির্দেশ কি? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মাতা কি জীবিত আছেন?

জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, জ্বী হ্যাঁ। আল্লাহর শোকর যে, তিনি জীবিত আছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তাঁর খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁর পায়ের তলাতেই বেহেশত।"

"তাঁর পায়ের তলায় বেহেশত" কথাটি ব্যাপক অর্থে বর্ণনা করা হয়েছে। যার অর্থ হলো, তাঁকে পুরোপুরি সম্মান এবং আচার–আচরণে অত্যন্ত বিনয় দেখাতে হবে। মন–প্রাণ দিয়ে তাঁর খিদমত ও খিদমতকেই নিজের মুক্তির মাধ্যম মনে করতে হবে।

উপরের হাদীসে পিতার অনুগত হওয়ার প্রতি গুরুত্ব প্রদান এবং এ হাদীসে মাতার আনুগত্য ও খিদমতের গুরুত্ব বর্ণনা করা হয়েছে। এ হাদীস তিবরণীতে মাতা ও পিতা উভয়ের কথা উল্লেখ করে বর্ণনা করা হয়েছে। হযরত জাহিমা রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বয়ং বলেছেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের খিদমতে হাজির হলাম এবং আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! জিহাদে অংশগ্রহণ করাই আমার ইচ্ছা। এ ব্যাপারে আমি আপনার মত জানতে চাই। তিনি ইরশাদ করলেন, তোমার মাতা–পিতা (জীবিত) আছেন? আমি আরজ করলাম, জ্বী হাঁ। আল্লাহর শোকর, উভয়েই জীবিত আছেন। তিনি ইরশাদ করলেন, যাও, তাঁদের খিদমতেই লেগে থাকো। কেননা, তাঁদের পায়ের নীচেই বেহেশত রয়েছে।

"হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি অপমানিত হোক, পুনরায় অপমানিত হোক, আবারো অপমানিত হোক। লোকজন জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ ব্যক্তি? তিনি বললেন, যে ব্যক্তি নিজের মাতা–পিতা উভয়কেই বৃদ্ধ অবস্থায় পেলো অথবা কোনো একজনকে অতপর (তাঁদের খিদমত করে) জান্নাতে প্রবেশ করলো না।

৪.২ পিতামাতার অসন্তুষ্টি ঈমানহীন মৃত্যুর কারণ

পিতামাতার সন্তুষ্টি ব্যতিত কোনো মানুষের কালিমা নসিব হবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবি আলকামাহ' র ঘটনাই তা প্রমাণ করে। ইমাম ফকিহ আবু লাইস সমকান্দি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি তাঁর রচিত 'তাম্বিহুল গাফিলিন' গ্রন্থে পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে ঈমানহীন মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন। যা এখানে তুলে ধরা হলো-

হজরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর যুবক সাহাবার নাম আলকামাহ। সে বিভিন্নভাবে দ্বীনের সাহায্য করত। হঠাৎ একদিন সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাঁর স্ত্রী কোনো এক মাধ্যমে বিশ্বনবির নিকট আলকামাহ' র অসুস্থতার সংবাদ পৌঁছায়।

বিশ্বনবি খবর শুনে হজরত আলি, হজরত বেলাল এবং হজরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু আনহুমকে তাঁর অবস্থা দেখার জন্য পাঠান। তাঁর গিয়ে দেখলো, আলকামাহর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অবস্থা। তাঁরা তাঁকে কালিমারে তালকিন দিলেন অথচ কিছুতেই সে তাওহিদের কালিমা পড়তে পারছে না।

এ সংবাদ প্রদানের জন্য হজরত বেলালকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরবারে পাঠানো হলো। (সংবাদ শুনে) তিনি (বিশ্বনবি) জানতে চাইলেন, আলকামাহ ' র পিতা মাতা জীবিত আছে কিনা? হজরত বেলাল জানালেন, শুধুমাত্র তাঁর বৃদ্ধা মা জীবিত আছেন।

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত বেলালকে তাঁর মায়ের নিকট এ সংবাদ দিয়ে প্রেরণ করলেন যে, যদি সম্ভব হয় সে যেন বিশ্বনবির দরবারে আসে, আর যদি সে আসতে অপারগ হয় তবে বিশ্বনবি নিজেই তাঁর বাড়িতে যাবেন। হজরত বেলাল বৃদ্ধার কাছে গিয়ে বিশ্বনবির এ সংবাদ জানালেন।

আলকামাহ’ র মা এ কথা শুনেই বললেন, আমার জীবন বিশ্বনবির জন্য কুরবান হোক। আমি নিজেই বিশ্বনবির দরবারে উপস্থি হবো। অতঃপর বৃদ্ধা মহিলা লাঠির ওপর ভর করে বিশ্বনবির দরবারে উপস্থিত হয়ে বিশ্বনবিকে সালাম করে বসে পড়লেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালামের উত্তর দিয়ে বললেন, ‘আমি যা কিছু জিজ্ঞাসা করি তার ঠিক ঠিক উত্তর দিবে। যদি মিথ্যা বল তবে আমি তা ওহির মাধ্যমে অবগত হবো। বিশ্বনবি জানতে চাইলেন, আলকামাহ’ র জীবন কাল কেমন ছিল?

বৃদ্ধা বলতে লাগলো, সে বেশি বেশি নামাজ পড়ত, রোজা রাখত; আর দান-সাদকা করার ক্ষেত্রে তো সীমা ছিল না। বিশ্বনবি তাকে আবার জিজ্ঞাসা করল, তোমার এবং তাহার সম্পর্ক কেমন ছিল?

বৃদ্ধা উত্তর দিল- আমি তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, কেন? বৃদ্ধা উত্তর দিল- সে তার স্ত্রীকে আমার ওপর প্রাধান্য দিত এবং স্ত্রীর কথা মতো চলত।

তখন বিশ্বনবি উত্তর দিলেন, ‘মাতার অসন্তুষ্টি তাকে কালিমা পড়া থেকে বিরত রেখেছে। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হজরত বেলালকে বললেন, হে বেলাল! শুকনো কাঠ সংগ্রহ কর। আমি আলকামাহকে আগুনে জালিয়ে দিব।

তখন বৃদ্ধা মাতা সন্তানের কঠিন শাস্তির কথা শুনে অস্থির হয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমার সামনে আমার কলিজার টুকরা সন্তানকে আগুনে পোড়াবেন! আমি ইহা কিভাবে সহ্য করব?

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আল্লাহর শাস্তি ইহা অপেক্ষা কঠিন এবং দীর্ঘস্থায়ী। তুমি যদি চাও যে, আল্লাহ তোমার সন্তানকে ক্ষমা করুন; তাহলে তুমি

তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে যাও। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমার সন্তুষ্টি ব্যতিত তার নামাজ রোজা ও অন্যান্য ইবাদাত কোনো কাজে আসবে না।

এ কথা শুনে বৃদ্ধা বলতে লাগলো, হে আল্লাহর রাসুল! আমি আপনাকে, আল্লাহকে এবং উপস্থিত সকলে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আলকামাহ' র প্রতি সন্তুষ্ট।

বিশ্বনবি হজরত বেলালকে বললেন, 'আলকামাহ' র নিকট গিয়ে দেখ সে কালিমা পড়ছে কিনা? হতে পারে বৃদ্ধা আমাদের সম্মানার্থে সন্তুষ্টি প্রকাশ করছে, আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট নয়।

হজরত বেলাল আলকামাহ' র দরজায় পৌছা মাত্র তাঁর কণ্ঠ থেকে কালিমা (لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّٰهُ) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করার শব্দ পেল। হজরত বেলাল ঘরে প্রবেশ করে সবাইকে জানাল যে, তাঁর মা তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট ছিল বিধায় তার বাক-শক্তি রুদ্ধ হয়েছিল।

৪.৩ একমাত্র পিতা মাতার স্নেহ মমতা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হয়ে থাকে কোরআন হাদিসের আলোকে

ইসলামে পিতা-মাতার স্নেহ, মমতা এবং আত্মত্যাগ সবচেয়ে নিঃস্বার্থ ও পবিত্র হিসেবে গণ্য করা হয়, যার তুলনা একমাত্র তাদের সঙ্গেই চলে। কোরআন ও হাদিস পিতা-মাতার এই নিঃস্বার্থ ভালোবাসাকে সর্বোচ্চ সম্মান দিয়েছে এবং সন্তানের জন্য তাদের খেদমত জান্নাত লাভের মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করেছে।কোরআন ও হাদিসের আলোকে পিতামাতার নিঃস্বার্থ ভালোবাসার কিছু দিক নিচে তুলে ধরা হলো:

১. কোরআনের আলোকে নিঃস্বার্থ মমতা: আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পবিত্র কোরআনে পিতা-মাতার, বিশেষ করে মায়ের নিঃস্বার্থ ত্যাগের কথা উল্লেখ করে বলেছেন:"আমি মানুষকে তার পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। সুতরাং

আমার প্রতি এবং তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। অবশেষে আমারই কাছে ফিরে আসতে হবে।" (সূরা লোকমান, আয়াত: ১৪) [১.২.২, ১.৪.৯]

২.মায়ের কষ্ট: মা সন্তানের জন্য যে অমানুষিক কষ্ট (গর্ভধারণ, প্রসব, লালন-পালন) সহ্য করেন, তা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ।বাবার পরিশ্রম: বাবা সন্তানের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করেন, যা তার ভালোবাসার নিঃস্বার্থ বহিঃপ্রকাশ [১.২.৩] ।

৩. হাদিসের আলোকে অতুলনীয় ভালোবাসা: রাসূলুল্লাহ (সা.) পিতা-মাতার ভালোবাসার গুরুত্ব বোঝাতে মায়ের অধিকারকে তিনবার এবং তারপর বাবার অধিকারের কথা বলেছেন।এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার কাছে সবচেয়ে ভালো ব্যবহার পাওয়ার অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। তিনি বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। তিনি বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। তিনি বললেন, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার পিতা। (সহিহ বুখারী) [১.৩.৭]

৪. নিঃস্বার্থ ত্যাগের স্বীকৃতি: কোরআনে বিশেষভাবে "দুর্বলতার ওপর দুর্বলতা" [সূরা লোকমান] শব্দ দ্বারা মায়ের যে ত্যাগের কথা বলা হয়েছে, তা তাদের মমতার গভীরতা প্রকাশ করে। সন্তান ছোটবেলায় মল-মূত্র ত্যাগ করে মা-বাবার কোল নোংরা করলেও তারা বিরক্ত না হয়ে বরং স্নেহভরে তা পরিষ্কার করেন [১.৪.৭] ।

৪.৪ পিতা মাতার নামে সদকা, সদকা সংক্রান্ত মূল বিষয়, হাদিস

- পিতা-মাতার নামে সদকা করা ইসলামে অত্যন্ত সওয়াবের কাজ, যা জীবিত ও মৃত উভয় ক্ষেত্রেই জায়েয এবং মুস্তাহাব। সদকা করার সময় নিয়ত করতে হবে যে, এর সওয়াব যেন পিতা-মাতার আমলনামায় পৌঁছায়। সন্তান কর্তৃক এই দান-সদকার সওয়াব মৃত পিতা-মাতার কাছে পৌঁছায় এবং তাদের কবরের আজাব লাঘব ও মর্যাদা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

- পিতা-মাতার নামে সদকা সংক্রান্ত মূল বিষয়সমূহ:সবচেয়ে উত্তম সদকা: মৃত পিতা-মাতার জন্য সদকায়ে জারিয়া (যেমন: মসজিদ নির্মাণে সাহায্য, পানির ব্যবস্থা, মাদ্রাসা বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান) সবচেয়ে উত্তম, যার সওয়াব নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত থাকে।দান ও দোয়ার সওয়াব: হাদিস অনুযায়ী, নেককার সন্তান যখন মৃত মা-বাবার জন্য দোয়া করে বা দান করে, তখন তা তাদের কবরে পৌঁছে দেওয়া হয়।জীবিত পিতা-মাতার নামে: জীবিত পিতা-মাতার পক্ষ থেকেও সদকা করা যায়, যা তাদের দীর্ঘায়ু এবং বরকতের জন্য সহায়ক হতে পারে।নিয়ত: সদকা বা দান করার সময় মুখে উচ্চারণ করা জরুরি নয়, মনে মনে নিয়ত করাই যথেষ্ট যে, "হে আল্লাহ! এই দানের সওয়াব আমার পিতা/মাতাকে পৌঁছে দাও"।

- পিতা মাতার জন্য সদকা করলে সন্তানও ছওয়াব পাবে। আল্লাহ বলেন, ’নারী হৌক পুরুষ হৌক আমি তোমাদের কোন আমলকারীর কর্মফল বিনষ্ট করব না ’ (আলে ইমরান ৩/১৯৫) । আয়েশা (রাঃ) বলেন, জনৈক স্ত্রীলোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি এভাবে মারা না গেলে ছাদাক্বা করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বা করি তবে কি আমি এর ছাওয়াব পাব? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ (বুখারী হা/২৭০৭; মুসলিম হা/১০০৪) । নববী বলেন, মৃতের পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ জায়েয এবং মুস্তাহাব। এর ছওয়াব তার কাছে পৌঁছবে এবং সে উপকৃত হবে। এতে ছাদাক্বাকারীও উপকৃত হবে (শরহ মুসলিম হা/১৬৩০-এর ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য, ১১/৮৩) ।

৪.৫ জিহাদের চেয়ে পিতা-মাতার সেবার গুরুত্ব বেশি

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পিতা-মাতার অধিকারকে জিহাদের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন। বুখারী ও মুসলিমে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেনঃ ‘আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম,

আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি? তিনি বললেন, 'সময়মতো নামায আদায় করা' । আমি বললাম, এরপর? তিনি বললেন, 'পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার' । আমি বললাম, এরপর? তিনি বললেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদ করা' (বুখারী)।
অনুরূপভাবে আব্দুল্লাহ বিন আমর রাযি. হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন: 'এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিহাদে যাওয়ার অনুমতি চাইলে উত্তরে তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত? লোকটি বলল, 'জ্বি' । তিনি বললেন, তাহলে তাদের মাঝেই জিহাদ করো'-অর্থাৎ, তাদের সেবায় শ্রম দাও' (বুখারী)।
মুয়াবিয়া বিন জাহিমা রাযি বলেন: এক লোক রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, আমি যুদ্ধে যেতে চাই। আপনার কাছে পরামর্শের জন্য এসেছি। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমার মা আছে? লোকটি বলল, জ্বি আছে। তিনি বললেন, 'তাহলে তাকে সঙ্গ দাও। কেননা জান্নাত তার পদতলে' (নাসায়ী ও ইবনে মাজাহ) ।

৪.৬ মায়ের অধিকার: মহানবীর নির্দেশনা

একজন ব্যক্তির কাছে সর্বাধিক হকদার হলেন তার মা। মায়ের থেকে অধিক অধিকার সম্পন্ন ব্যক্তির জন্য দুনিয়ায় আর কেউ নেই। একজন ব্যক্তি নবীজিকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার উত্তম ব্যবহারের অধিক হকদার কে? উত্তরে তিনি বললেন, তোমার মা, তোমার মা, তোমার মা অতপর তোমার বাবা (বোখারি: ৫৯৭১) । হযরত কা' ব বলতেন, কসম সেই সত্তার যার হাতে আমার জীবন। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দার জীবনকাল ত্বরান্বিত করেন পিতামাতার অবাধ্য হওয়ার কারণে, যাতে আজাব ত্বরান্বিত করা যায়। আর পিতামাতার সাথে সদাচারণের কারণে আল্লাহ বান্দার জীবনকাল বৃদ্ধি করেন (আল-জামে: ১৩০) ।

কোরআনে মায়ের অধিকার : একজন মা সন্তানের জন্য কতটা কষ্ট করেন, তা জ্ঞানী মাত্রই বুঝেন। মহাজ্ঞানী আল্লাহ সন্তানের জন্য মায়ের কষ্টের কথা কোরআনে বর্ণনা

করেছেন এবং সন্তানকে মায়ের সাথে সদাচারণের আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেছেন, আর আমি মানুষকে তার পিতামাতার সাথে সদ্ব্যবহারের জোর নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। তার দুধ ছাড়ান দু’ বছরে হয়। নির্দেশ দিয়েছি যে, আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও (সুরা লোকমান : ১৪)। আল্লাহর সাথে শরিক করা ব্যতীত সকল বিষয়ে মায়ের সাথে সদাচারণ করা সন্তানের দায়িত্ব। যেমনটা আল্লাহ বলেছেন এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে সদ্ভাবে সহাবস্থান করবে (সুরা লোকমান : ১৫)।

মা সন্তুষ্ট হলে আল্লাহও সন্তুষ্ট: আল্লাহতায়ালার কাছে মায়ের অধিকার এতটাই বেশি যে, মায়ের সন্তুষ্টির মধ্যেই তিনি নিজের সন্তুষ্টি নিহিত রেখেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে আমরের বর্ণনায় এসেছে, নবীজি বলেন, পিতামাতার সন্তুষ্টিতে রবের সন্তুষ্টি। আর পিতামাতার অসন্তুষ্টিতে রবের অসন্তুষ্টি (ইবে হিব্বান: ৪২৯) ।

৪.৭ পিতা-মাতাকে পেয়েও যে ব্যক্তি বেহেশত লাভ করতে পারেনি

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তার নাক ধুলিমলিন হোক! তার নাক ধুলিমলিন হোক!! তার নাক ধুলিমলিন হোক!!! সাহাবাগণ বলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কার নাক? তিনি বলেনঃ যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে বা তাদের একজনকে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় পেলো অথচ সে দোযখে গেলো (মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ) ।

৪.৮ যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার সাথে সদাচার করে আল্লাহ তার আয়ু বৃদ্ধি করেন

حَدَّثَنَا أَصْبَغُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي

ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ طُوبَى لَهُ، زَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي عُمْرِهِ

মুআয (রহঃ) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করলো তার জন্য শুভ সংবাদ। আল্লাহ তার আয়ুস্কাল বৃদ্ধি করেন (হাকিম, তাবারানী, মুসনাদ আবু ইয়ালা) ।

৪.৯ ব্যক্তি পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় আল্লাহ তাকে অভিশাপ দেন

عليه وسلم بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً؟ قَالَ: مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ، إِلاَّ مَا فِي قِرَابِ سَيْفِي، ثُمَّ أَخْرَجَ صَحِيفَةً، فَإِذَا فِيهَا مَكْتُوبٌ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الأَرْضِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا.

আবু তোফাইল (রহঃ) বলেন, আলী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি কোন বিশেষ ব্যাপার আপনাকে বলেছেন, যা সর্বসাধারণকে বলেননি? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্য কাউকে বলেননি এমন কোন বিশেষ কথা একান্তভাবে আমাকে বলেননি। অবশ্য আমার তরবারির খাপের মধ্যে যা আছে ততটুকুই। অতঃপর তিনি একখানি লিপি বের করলেন। তাতে লেখা ছিলঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অপর কারো নামে পশু জবাই করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি জমির সীমানা চিহ্ন চুরি করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতাকে অভিসম্পাত করে তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ। যে ব্যক্তি বিদআতীকে আশ্রয় দেয় তার প্রতি আল্লাহর অভিশাপ (মুসলিম, নাসাঈ, আবু দাউদ)

৪.১০ পিতার আজমত, মায়ের খেদমত

এজন্য বুযুর্গানে দ্বীন বলেছে্ পিতার তুলনায় মা হাদিয়া পাওয়ার অধিক উপযোগী। বুযুর্গানে দ্বীন আরো বলেছেন, এখানে মূলত দুইটি বিষয়। একটি হলো, আজমত তথা মর্যাদা প্রদর্শন। আর দ্বীতিয়টি হল, খেদমত ও সদাচারণ। প্রথম বিষয়টিকে প্রাধান্য

পাবে বাবা। আর দ্বিতীয় বিষয়টির ক্ষেত্রে প্রাধান্য পাবে মা। আজমতের অর্থ হলো, পিতার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা অন্তরে রাখা। যেমন তার দিকে পা ছড়িয়ে বসে না থাকা। তার মাথার নিকট বসবে। এভাবে আদবের জন্য আরও যা করতে হয় সবগুলো করবে। এক্ষেত্রে পিতার হক প্রাধান্য পাবে। আর খেদমতের ব্যাপারে মায়ের হক প্রাধান্য পাবে। এমনকি পিতার চেয়েও তিনগুণ বেশি। এটা আল্লাহর অশেষ কুদরত যে, সন্তান আর মায়ের মাঝে এক বিশেষ গুণ রেখেছেন। যে গুণের কারণে সন্তান মায়ের সাথে যতটুকু ফ্রি থাকে, বাবার সাথে ততটুকু ফ্রি থাকে না। মায়ের সাথে সন্তানের আন্তরিকতা বেশি বিধায় এমন অনেক কথা আছে যা পিতার সামনে বলা যায় না। অথচ তা মায়ের সামনে নির্দ্বিধায় বলা যায়

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানি রহ. ফাতহুল বারিতে বুযুর্গানে দীনের মূলনীতি আলোচনা করেছেন যে, পিতার আজমত হবে বেশি। আর মায়ের খেদমত হবে বেশি। উক্ত মূলনীতির মাধ্যমে হাদীস শরীফের সঠিক ব্যাখ্যা ফুটে উঠে।

অধ্যায় ৫: পিতা-মাতার গুরুত্ব ও ফজিলত

৫.১ ইলম শেখার জন্য পিতা মাতার অনুমতি

ইলম বা দ্বীনি জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ (আবশ্যিক)। তবে এই জ্ঞান অর্জনের জন্য পিতা-মাতার অনুমতির বিষয়টিকে ইসলামী আইনজ্ঞরা দুটি ভাগে ভাগ করেছেন-

ফরজ আইন (আবশ্যক জ্ঞান): সালাত, সাওম, হালাল-হারাম এবং ঈমান-আকীদা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ফরজ। এই ধরনের জ্ঞান অর্জনের জন্য পিতা-মাতার অনুমতির প্রয়োজন নেই।

ফরজ কেফায়া (বিশেষায়িত জ্ঞান): উচ্চতর দ্বীনি শিক্ষা (যেমন মুফতি বা মুহাদ্দিস হওয়া) অর্জন করা ফরজ কেফায়া। যদি এমন জ্ঞান অর্জনের জন্য দূরে কোথাও যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তবে পিতা-মাতার অনুমতি নেওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে যদি স্থানীয়ভাবে এই জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা না থাকে, তবে পিতা-মাতার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইলম অর্জনের জন্য যাওয়া যেতে পারে।

৫.২ আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় অধিকার কার

মানুষের প্রধানতম ফরয বা কর্তব্য হলো আল্লাহর উপর ঈমান আনয়ন এবং তার নিষ্ঠাপূর্ণ আনুগত্য বা বন্দেগী। এরপরই পারিবারিক কর্তব্য পালন শুরু হয়। এ সকল দায়িত্ব পালন এবং পারিবারিক জীবন সংশোধন ও পুনর্গঠনের চিন্তা করা এক দিক দিয়ে সামাজিকভাবে যেমন প্রয়োজন, তেমনি এটা একটা দীনী কর্তব্যও।

পারিবারিক জীবনের পর শুরু হয় বংশীয় জীবনের সীমা। এ জীবনে সবচেয়ে উঁচু স্থান এবং সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা–পিতার। মাতাপিতার উঁচু মর্যাদা এবং অধিকারের গুরুত্ব পবিত্র কুরআনের বর্ণিত বর্ণনা ভঙ্গী থেকেই আঁচ করা যায়। পবিত্র কুরআনের স্থানে স্থানে আল্লাহর অধিকারের সাথে সাথে মাতা–পিতার অধিকারের কথা

বর্ণনা করা হয়েছে এবং আল্লাহর শোকর গুজারির সাথে সাথে মাতা–পিতার শোকর গুজারির প্রতি অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

"এবং আপনার রব ফায়সালা করে দিয়েছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অবশ্যই অন্যের বন্দেগী করবে না এবং মাতা–পিতার সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে থাকবে। তাঁদের মধ্যে কোনো একজন অথবা উভয়েই তোমাদের সামনে বার্ধক্যে পৌঁছে যায়, তাহলে তাঁদেরকে উহ্! শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদেরকে ধমকের স্বরে অথবা ভর্ৎসনা করে কোনো কথার জবাব দেবে না। বরং তাদের সাথে আদব ও সম্মানের সাথে কথা বলো এবং নরম ও বিনীতভাবে তাঁদের সামনে অবনত হয়ে থাকো এবং তাঁদের জন্য এ ভাষায় দোয়া করতে থাকো যেমন, রব্বির হামহুমা কামা রব্বা ইয়ানি সগীরা (হে পরওয়ারদিগার! তাঁদের উপর (এ অসহায় জীবনে) রহম করো, যেমন শিশুকালে (সহায়হীন সময়ে) তাঁরা আমাকে রহমত ও স্নেহ দিয়ে লালন–পালন করেছিলেন।"— সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩–২৪।

কুরআন হাকিমের এ দুটি আয়াত বার বার পাঠ করলে এবং এ সম্পর্কে চিন্তা করলে কতিপয় জিনিস সুন্দরভাবে ধরা দেবে:

- প্রথমত, মুমিনের উপর আল্লাহর পর সবচেয়ে বড় অধিকার হলো মাতা–পিতার। কুরআনে হাকিমে রবের একত্ববাদের পর সর্বপ্রথম নির্দেশে বলা হয়েছে যে, মাতা–পিতার সাথে ভালো ব্যবহার করো। অতপর এ তাকিদ একই ধরনের বর্ণনার মাধ্যমে কুরআনে বার বার উল্লেখ করা হয়েছে।

- দ্বিতীয়ত, মাতা–পিতা যখন বৃদ্ধ হয়ে যান তখন আবশ্যিকভাবে তাঁদের মেজাজে কিছুটা রুক্ষতা ও খিটখিটে ভাব সৃষ্টি হয় এবং বয়সের কারণে এমন সব কথাও তাঁদের দিক থেকে আসা শুরু হয় যা অনাকাঙ্ক্ষিত। মুসলমানদের উচিত, এ বার্ধক্যের বয়সে মাতা–পিতার রুক্ষ্ম মেজাজের প্রতি দৃষ্টি রাখা, তাঁদের প্রতিটি কথা খুশীর সাথে বরদাশত করা এবং তাঁদের কোনো কথায় বিরক্ত হয়ে জবাবে উহ্ শব্দও না বলা এবং ধমকের সাথে কোনো কথার জবাব না দেয়া।

সন্তানদেরকে শৈশবকালের কথা স্মরণ করতে হবে। সে সময় তারা না বুঝে কত ধরনের অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন এবং নিরর্থক কথা বলে মাতাপিতাকে পেরেশান করতো। কিন্তু মা–বাপ হাসিমুখে তাদের কথা শুনতেন, খুশী হতেন, স্নেহমাখা স্বরে জবাব দিতেন এবং কখনো বিরক্ত হতেন না।

- তৃতীয়ত, মাতা–পিতার মান–মর্যাদার প্রতি সম্পূর্ণ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে কথা–বার্তা বলার সময় তাঁদের ইজ্জতের প্রতি খেয়াল দিতে হবে। বয়সের শেষ পর্যায়ে যখন শক্তি রহিত হয়ে যায় তখন স্বাভাবিকভাবেই বৃদ্ধ মাতা–পিতার মান–সম্মান প্রতিষ্ঠিত রাখা এবং নিজের গুরুত্ব প্রকাশের জন্য বিভিন্ন ধরনের কথা বলে থাকেন। নিজের মত সম্পর্কে অহেতুক পীড়াপীড়ি করেন। বার বার গোস্বা করেন। বিভিন্নভাবে নিজের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। এ অবস্থায় পবিত্র কুরআনের নির্দেশাবলী হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। হাসি মুখে তাঁদের সেইসব কথা সইতে হবে এবং কোনো সময় বিরক্ত হয়ে এমন কথা উচ্চারণ করা যাবে না যা তাঁদের মান–সম্মানের পরিপন্থী হয়।

- চতুর্থত, আচার–আচরণে তাদের সাথে বিনয় এবং নরম স্বভাবের হতে হবে। অনুগত হওয়ার সাথে সাথে তাদের সামনে মাথা নিচু রাখা আবশ্যক। তাদের সব নির্দেশ মনযোগ দিয়ে শোনা এবং তা পালন করে স্বস্তি অনুভব করতে হবে। বার্ধক্যে মাতা–পিতা যখন সন্তানের সব ধরনের সাহায্যের মুখাপেক্ষী হন তখন এক অনুগত খাদেম হিসেবে তাদের খিদমত আনজাম দেয়া অভাবশ্যক। কিন্তু কোনো কথা ও কাজ থেকে যেন অহমিকা এবং ইহসান প্রকাশ না পায়। বরং সন্তানসুলভ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক গৌরব অনুখব করা উচিত এবং এ খিদমতের সুযোগ লাভে আল্লাহর শোকর আদায় করা দরকার।

- পঞ্চমত, মাতা–পিতাকে অসহায় ও দুর্বল বয়সে পেয়ে নিজের শৈশবের সেই সময়ের কথা স্মরণ করা দরকার, যখন শিশু অত্যন্ত দুর্বল, অসহায় থাকে। তখন মাতা–পিতার কত স্নেহ ভালোবাসা এবং মনোযোগ দিয়ে শত ধরনের দুঃখ–কষ্ট সহ্য করে শিশুর লালন–পালন করেন। শিশুর আনন্দে আনন্দিত হন এবং তার কষ্ট দেখে অস্থির হয়ে পড়েন। শৈশবকালের অবস্থা স্মরণ করে

মুহাব্বত ও রহমাতের আবেগে অবলীলাক্রমে বার বার দোয়ার জন্য উঁচিয়ে বলতে থাকে, হে পরওয়াদিগার! যেমন শৈশবকালে স্নেহ ও মুহাব্বতের সাথে তাঁরা জান–প্রাণ দিয়ে আমাদের লালন–পালন করেছিলেন, তুমিও তাঁদের প্রতি রহম করো ও তাঁদের মুশকিল আসান করে দাও।

৫.৩ মাতা পিতার খেদমতে পার্থিব পুরস্কার

পিতার খিদমত এবং অনুগত হওয়ার সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো এতে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও বেহেশত নসীব হয়। এ তো আখেরাতের পুরস্কার। কিন্তু যারা সাচ্চা অন্তরে মাতা—পিতার খিদমত করে এবং অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখে আল্লাহ পাক এ দুনিয়াতেও তাদেরকে পুরস্কৃত করে থাকেন। বস্তুত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার স্বয়ং নিজের সাথীদেরকে তিন ব্যক্তির চিত্তাকর্ষক কাহিনী বর্ণনা করেছিলেন।

তিনি বলেন, একবার তিন ব্যক্তি কোথাও সফরে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে তাদেরকে মুষলধারে বৃষ্টিতে ঘিরে ধরলো। আশ্রয়ের জন্য তারা এক গুহায় প্রবেশ করে বসে গেলো। আল্লাহর মহিমা! পাহাড় থেকে একটি বড় পাথর ধসে গুহার মুখের উপর এসে পড়লো এবং গুহার মুখ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে গেলো। তিন বন্ধু সাংঘাতিকভাবে ঘাবড়ে গেলো। ঘাবড়ানোর কথাও। পাথর সরানো তাদের সাধ্যের বাইরে ছিলো। সেখানে কোনো মানুষও ছিলো না যে, সাহায্যের জন্য ডাক দেয়। নিরাশ হয়ে তারা বসে রইলো এবং ধারণা করলো যে, জীবিত দাফন হয়ে গেছি এবং সেই গুহাই তাদের কবর।

তাদের মধ্যে একজন বললো, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হলে চলবে না। এসো আমরা প্রত্যেকেই জীবনের সবচেয়ে ভালো কাজের উদ্ধৃতি দিয়ে আল্লাহর নিকট দোয়া করি। আশা করি, আল্লাহ নিজের রহমতের মাধ্যমে আমাদেরকে এ মুসিবত থেকে মুক্তি দেবেন।

তাদের মধ্যে একজন মুসাফির বলতে শুরু করলো, হে আল্লাহ! আমার মাতা–পিতা বৃদ্ধ ছিলেন এবং আমার ছোট ছোট সন্তান ছিলো। আমি দিনে বকরী চরিয়ে ঘরে ফিরতাম এবং দুধ দুইয়ে সর্বপ্রথম মাতা–পিতাকে পান করাতাম। এরপর নিজের শিশুদেরকে দিতাম। ঘটনাক্রমে আমি একদিন অনেক দূরে চলে গেলাম এবং ফিরতে যথেষ্ট দেরী হয়ে গেলো। রাতে যখন আমি ঘরে ফিরলাম তখন মাতা–পিতা ঘুমিয়ে পড়েছিলেন।

প্রতিদিনের মতো আমি বকরীর দুধ দোহন করলাম এবং এক পেয়ালায় ভরে মাতা–পিতার শিয়রে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। কখন তাঁরা জাগবে এবং আমি তাঁদের সামনে দুধ পেশ করবো। বেশ খানিক রাত হয়ে গেলো। আমার শিশুরা ক্ষুধায় কাতরাতে লাগলো। তারা বারবার আমার পায়ের কাছে এসে লুটিয়ে পড়ছিলো এবং দুধ দুধ করছিলো। কিন্তু পিতা–মাতার আগে তাদেরকে দুধ পান করানো আমি সহ্য করতে পারলাম না। মাতাপিতা অভুক্ত শুয়ে থাকবেন আর আমার শিশুরা পেট পুরে আরাম করবে, এটা হতে পারে না।

মোটকথা, সারা রাত আমি তেমনি পেয়ালা হাতে দাঁড়িয়ে রইলাম। মাতা–পিতা ঘুমুতে লাগলেন এবং শিশুরা ক্ষুধায় কেঁদে কেঁদে লুটিয়ে পড়তে লাগলো। এভাবে সারা রাত কেটে গেলো। হে আল্লাহ! আমি যদি মাতা–পিতার সাথে এ আচরণ শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করে থাকি, তাহলে তোমার রহমাতের সাহায্যে এ পাথরকে গুহার মুখ থেকে সরিয়ে দাও।

একথা বলতেই পাথর গুহার মুখ থেকে কিছুটা সরে গেলো এবং নজরে পড়তে লাগলো। অতপর অন্য মুসাফির দুজনও স্ব স্ব নেক কাজের মাধ্যম দিয়ে দোয়া করলো এবং আল্লাহ স্বীয় রহমাতের মাধ্যমে গুহার মুখ খুলে দিলেন।

৫.৪ পূর্বসূরীদের জীবনীতে পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার

আমাদের সালাফগণ যখন পিতা-মাতার হক ও তাদের সাথে সদাচারের বিষয়টি বুঝেছেন, তখন তাঁরা পূর্ণভাবে পিতা-মাতার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। মুহাম্মদ বিন সিরীন র. এর নামতো আপনারা শুনেছেন। তিনি যখন তাঁর মাতার সঙ্গে কথা বলতেন, তখন মনে হত তিনি অনুনয় করছেন। ইবনে আওফ বলেন, একবার এক লোক মুহাম্মদ বিন সিরীন এর বাড়িতে এলেন। তখন তিনি তার মায়ের সাথে কথা বলছিলেন। লোকটি বলল, তিনি কি কোনো সমস্যায় পড়েছেন? তখন অন্যরা বললেন, না, এভাবেই তিনি তার মায়ের সাথে কথা বলেন।

হাইওয়াহ বিন শুরাইহ রহ. । তিনি একজন বড় মাপের প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ইলম শেখার জন্য সব অঞ্চল থেকে মানুষ আসত। তিনি তাদেরকে শেখাতেন। এরই মধ্যে কখনো তার মা বলতেন, হাইয়াহ, ওঠো, মুরগীকে খাবার দাও। সাথে সাথে তিনি ক্লাস থেকে ওঠে যেতেন।
পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়ার নানা প্রকৃতির হতে পারে। যেমন-

-তাদের কথায় ভ্রূ কুঁচকানো বা বিরক্তি প্রকাশ।
-তাদের সাথে উচ্চস্বরে কথা বলা।
-তাদের ধমক দিয়ে কথা বন্ধ করে দেয়া।
-তাদের ওপর কোনো মতামত চাপিয়ে দেয়া।
আর এসব আচরণ তো সাধারণ জ্ঞানী-গুণীরাই অপছন্দ করেন। পিতা-মাতার সাথে তো আরো অধিক অপছন্দনীয় বিষয় হবে।

৫.৫ নামাজরত অবস্থায় বাবা-মা ডাকলে

বাবা-মা যদি কোনো প্রয়োজনে ডাক দেন, তাহলে নফল নামাজ ছেড়ে যাওয়ার বিষয়টি হাদিস দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। কিন্তু ফরজ নামাজ ছাড়া যাবে না।

নফল নামাজের চেয়ে বাবা-মায়ের প্রয়োজন অপরিহার্য। কুরআনুল কারিমে আল্লাহ বাবা-মায়ের হকের বিষয়টি বারবার বলেছেন।
আল্লাহতায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, পিতা-মাতাকে অনুগ্রহ করো। তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। নফল নামাজ আপনি যেকোনো সময় আদায় করতে পারবেন। কিন্তু মায়ের একটা প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, সেটা আপনাকে তখনই পূরণ করতে হবে।
এ অবস্থায় আপনি নফল নামাজ ভেঙে মায়ের প্রয়োজনটুকু পূরণ করে পরে নফল নামাজ আদায় করতে পারেন।
তবে মায়ের তেমন কোনো প্রয়োজন দেখা দেয়নি, সন্তানের খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য যদি ডাক দেন, সে ক্ষেত্রে নফল নামাজ ভঙ্গ করে সাড়া দিতে হবে না। আপনি নফল নামাজ শেষ করে মায়ের প্রয়োজন মেটাতে পারেন।
বাবা-মা ছাড়া অন্যদের প্রয়োজনে নফল নামাজ ছেড়ে যাওয়ারও প্রয়োজন নাই। তবে সেখানেও বিষয়টি নির্ভর করবে অবস্থা এবং পারিপার্শিকতার ওপর।

নামাজ পড়া অবস্থায় মাতা-পিতার ডাকে সাড়া দেওয়ার বিধান-

১. যদি ফরয নামাজ পড়া অবস্থায় মুরুব্বিরা ডাকেন, তাহলে তাদের ডাকে সাড়া দেবে না। বরং নামাজ পূর্ণ করবে। একান্ত প্রয়োজন ছাড়া নামাজ ভঙ্গ করা জায়েজ হবে না।

২. আর যদি অধিক প্রয়োজনে বা কঠিন বিপদে পড়ে ডাকেন, তাহলে তাদের ডাকে সাড়া দিতে হবে। নামাজ ভঙ্গ করে তাদের কাছে এগিয়ে যেতে হবে।

৩. যদি নফল নামাজে থাকা অবস্থায় তারা ডাকেন, অথচ তাদের জানা ছিল না যে, সম্বোধিত ব্যক্তি নামাজে আছে, তাহলে তাদের ডাকে সাড়া দিবে। চাই প্রয়োজনে আহবান করুক বা অপ্রয়োজনে |

৫.৬ মায়ের সম্মান নিয়ে হজরত আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হৃদয় বিদারক ঘটনা

একদিন হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) নবীজি (সা.) এর নিকট এসে কাঁদছেন। নবীজি জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হুরায়রা তুমি কেন কাঁদছ? জবাবে আবু হুরায়রা বললেন, আমার মা আমাকে মেরেছেন। রাসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, কেন তুমি কি কোন বেয়াদবি করেছ?

আবু হুরায়রা বললেন, না হুজুর কোন বেয়াদবি করিনি। আপনার দরবার হতে বাড়ি যেতেআমার রাত হয়েছিল বিধায় আমার মা আমাকে দেরির কারণ জিজ্ঞেস করায় আমি আপনার কথা বললাম। আর আপনার কথা শুনে মা রাগে আমাকে মারধর করল আর বলল, "হয়ত আমার বাড়ি ছাড়বি আর না হয় মোহাম্মদ সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবার ছাড়বি।"

আমি বললাম, "ও আমার মা। তুমি বয়স্ক মানুষ। তোমার গায়ে যত শক্তি আছে তত শক্তি দিয়ে মারতে থাকো। মারতে মারতে আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দাও। তবুও আমি আমার রাসুলকে ছাড়তে পারবো না।"

তখন রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "তোমার মা তোমাকে বের করে দিয়েছেন আর এজন্য আমার কাছে নালিশ করতে এসেছ? আমার তো এখানে কিছুই করার নেই।"
হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বললেন, "হে রাসূল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমি আমার মায়ের জন্য এখানে নালিশ করতে আসিনি।"
রাসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তাহলে কেন এসেছ?"

আবু হোরায়রা বললেন, আমি জানি আপনি আল্লাহর নবী। আপনি যদি হাত উঠিয়ে আমার মায়ের জন্য দোয়া করতেন, যাতে আমার মাকে যেন আল্লাহ হেদায়েত করেন।

আর তখনই সাথে সাথে রাসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাত উঠিয়ে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলেন, "হে আল্লাহ! আমি দোয়া করি আপনি আবু হোরায়রার আম্মাকে হেদায়েত করে দেন।”

রাসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দোয়া করলেন আর আবু হোরায়রা বাড়ির দিকে দৌড়ে যাচ্ছেন। পিছন থেকে কয়েকজন লোক আবু হোরায়রার জামা টেনে ধরল এবং বললো, হে আবু হোরায়রা! "তুমি দৌড়াচ্ছ কেন?"

তখন আবু হোরায়রা বললেন, "ওহে সাহাবীগণ তোমরা আমার জামা ছেড়ে দাও। আমাকে দৌড়াতে দাও।"

"আমি দৌড়াইতেছি এই কারণে যে, আমি আগে পৌঁছলাম নাকি আমার নবীজির দোয়া আগে পৌঁছে গেছে।"
হযরত আবু হুরায়রা দরজায় ধাক্কাতে লাগলো। ভেতর থেকে তার মা যখন দরজা খুললো তখন আবু হুরায়রা দেখলেন তার মার সাদা চুল বেয়ে বেয়ে পানি পড়ছে। তখন মা আমাকে বললেন, "হে আবু হুরায়রা! তোমাকে মারার পর আমি বড় অনুতপ্ত হয়েছি, অনুশোচনা করেছি। মনে মনে ভাবলাম আমার ছেলে তো কোন খারাপ জায়গায় যায়নি। কেন তাকে মারলাম? আমি বরং লজ্জায় পড়েছি তোমাকে মেরে। হে আবু হুরায়রা! আমি গোসল করেছি। আমাকে তাড়াতাড়ি রাসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে নিয়ে চল।
আর তখনই সাথে সাথে আবু হুরায়রা তার মাকে রাসুল সল্লাল্লহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে নিয়ে গেলেন। আর তার মাকে সেখানেই কালিমা পাঠ করে মুসলমান হয়ে গেলেন।

৫.৭ পিতা-মাতার দো'আ কবুলযোগ্য

পিতা-মাতার মর্যাদা এতো বেশী যে, তারা সন্তানের জন্য দো'আ করলে আল্লাহ তাদের দো'আ ফিরিয়ে দেন না। পিতা-মাতা যদি সন্তানের জন্য ভালো দো'আ করেন তবে তা কবুল হয়। আবার সন্তানের বিরুদ্ধে খারাপ দো'আ করলে সেটিও আল্লাহও কবুল করে নেন। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم :ثَلَاثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ -

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তিন ব্যক্তির দো'আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়। মযলুমের দো'আ, মুসাফিরের দো'আ ও সন্তানের জন্য পিতার দো'আ। তবে সন্তানের বিরুদ্ধে পিতা-মাতার দো'আ করা সমীচীন নয়। যেমন হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ)

لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ، لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةً نَيْلُ فِيهَا عَطَاءٌ، فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ

সন্তানদের বা তোমাদের খাদেমের বা তোমাদের মালসম্পদের অকল্যাণ, অমঙ্গল বা ক্ষতি চেয়ে বদ দু'আ করবে না। কারণ, হয়ত এমন হতে পারে যে, যে সময়ে তোমরা বদদু'আ করলে, সেই সময়টি এমন সময় যখন আল্লাহ বান্দার সকল প্রার্থনা কবুল করেন এবং যে যা চায় তাকে তা প্রদান করেন। এভাবে তোমাদের বদদু'আও তিনি কবুল করে নেবেন'।

৫.৮ মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশী

মা সন্তানের প্রতি অত্যন্ত দয়াদ্র ও স্নেহাশীল হওয়ার কারণে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। হাদীছে এসেছে, আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন,

এক মহিলা আয়েশা (রাঃ)-এর কাছে এলে তিনি তাকে তিনটি খেজুর দেন। সে তার ছেলে দু'টিকে একটি করে খেজুর দেয় এবং নিজের জন্য একটি রেখে দেয়। তারা খেজুর দু'টি খেয়ে তাদের মায়ের দিকে তাকাল এবং অবশিষ্ট খেজুরটি পেতে চাইল। মা খেজুরটি দুই টুকরা করে প্রত্যেককে অর্ধেক অর্ধেক করে দিল। নবী (ছাঃ) ঘরে আসলে আয়েশা (রাঃ) তাকে বিষয়টি অবহিত করেন। তখন তিনি বলেন, এতে তোমার বিস্মিত হওয়ার কি আছে? সে তার ছেলে দু'টির প্রতি দয়াপরবশ হওয়ার কারণে আল্লাহ তার প্রতি দয়াপরবশ হয়েছেন'।

তিনটি কারণে পিতা অপেক্ষা মায়ের মর্যাদা তিনগুণ বেশী। (১) গর্ভধারণ (২) কষ্টের পর কষ্ট বরণ এবং (৩) দুই বছর যাবৎ বুকের দুধ খাওয়ানো। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه قَالَ :جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ !مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ :أُمُّكَ .قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ :أُمُّكَ .قَالَ :ثُمَّ مَنْ قَالَ :أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ :ثُمَّ أَبُوكَ ، -

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, অতঃপর কে? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বললেন, অতঃপর তোমার পিতা'।

অন্য হাদীছে এসেছে, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ :قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ !مَنْ أَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ قَالَ :أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ -

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার নিকট কে উত্তম ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার?

৫.৯ পিতা-মাতার সাথে আদব সমূহ

পৃথিবীতে মানুষের আগমনের স্বাভাবিক মাধ্যম হচ্ছে পিতা-মাতা। এই পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব-কর্তব্য অনেক। তাদের সাথে যেমন সদাচরণ করতে হবে, তেমনি তাদের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে হবে। সেই সাথে তাদের সাথে সর্বোচ্চ শিষ্টাচার বজায় রাখতে হবে। আল্লাহ বলেন, وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، 'আর তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক কর না। তোমরা পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর' (নিসা ৪/৩৬)। তিনি আরো বলেন, أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ، 'অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' (লোক্বমান ৩১/১৪)। অন্যত্র তিনি বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، 'আর যারা ঈমান আনে ও সৎকর্মসমূহ সম্পাদন করে অবশ্যই আমরা তাদেরকে সৎকর্মশীলদের মধ্যে প্রবেশ করাব (অর্থাৎ অন্যান্য সৎকর্মশীলদের সঙ্গে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাব)' (আনকাবূত ২৯/৯)। তাই পিতা-মাতার সাথে শালীন আচরণ করতে হবে। পিতা-মাতার সাথে যেসব আদব পালন করতে হয় সে সম্পর্কে আলোচ্য নিবন্ধে আলোচনা করা হ' ল।-

১. পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় করা:

পিতা-মাতার মাধ্যমেই মানুষ দুনিয়াতে আসে এবং তারাই সন্তানকে শৈশবে অকৃত্রিম স্নেহে লালন-পালন করে। তারা শৈশবে প্রতিপালন না করলে কোন সন্তানেরই সঠিকভাবে বেড়ে ওঠা সম্ভব হ' ত না। তাই তাদের সাথে আদবের অন্যতম দিক হচ্ছে তাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা। আল্লাহ বলেন, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيْرُ، 'আর আমরা মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দুই বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। (মনে রেখ, তোমার) প্রত্যাবর্তন আমার কাছেই' (লোক্বমান ৩১/১৪)। হাদীছে এসেছে, আবু বুরদা (রহঃ) বলেন, তিনি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর সাথে ছিলেন-

وَرَجُلٌ يَمَانِيٌّ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ حَمَلَ أُمَّهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ يَقُولُ :إِنِّي لَهَا بَعِيْرُهَا الْمُذَلَّلْ *إِنْ أُذْعِرَتْ رِكَابُهَا لَمْ أُذْعَرْ، ثُمَّ قَالَ :يَا ابْنَ عُمَرَ، أَتَرَانِي جَزَيْتُهَا؟ قَالَ:لَا، وَلَا بِزَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ .ثُمَّ طَافَ ابْنُ عُمَرَ فَأَتَى الْمَقَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ :يا ابْنَ أَبِيْ مُوْسَى، إِنَّ كُلَّ رَكْعَتَيْنِ تُكَفِّرَانِ مَا أَمَامَهُمَا،

‘ইয়ামনের এক ব্যক্তি তার মাকে তার পিঠে বহন করে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করছিল ও বলছিল, ‘আমি তার জন্য তার অনুগত উটতুল্য ও আমি তার পা দানিতে আঘাতপ্রাপ্ত হ’ লেও নিরুদ্বেগে তা সহ্য করি’ । অতঃপর সে ইবনে ওমর (রাঃ)-কে বলল, আমি আমার মাতার প্রতিদান দিতে পেরেছি বলে কি আপনি মনে করেন? তিনি বলেন, না, তার একটি দীর্ঘশ্বাসের প্রতিদানও হয়নি। অতঃপর ইবনে ওমর (রাঃ) তাওয়াফ করলেন। তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে দুই রাক ‘আত ছালাত পড়ার পর বলেন, হে আবু মূসার পুত্র প্রতি দুই রাক ‘আত ছালাত পূর্ববর্তী পাপের কাফফারা’ ।[1]

২. তাদের সাথে নম্র ভাষায় কথা বলা এবং তাদেরকে আদবের সাথে ডাকা:

পিতা-মাতা প্রত্যেক মানুষের নিকটে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। তাদেরকে সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে এবং তাদের সাথে নম্র-ভদ্র আচরণ করতে হবে। আল্লাহ বলেন,وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا، ‘আর তোমার প্রতিপালক আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো উপাসনা কর না এবং তোমরা পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণ কর। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়ে যদি তোমার নিকট বার্ধক্যে উপনীত হন, তাহ’ লে তুমি তাদের প্রতি উহ শব্দটিও বল না এবং তাদেরকে ধমক দিয়ো না। আর তাদের সাথে নরমভাবে কথা বল’ (বনী ইসরাঈল ১৭/২৩)।

তায়সালা ইবনে মায়্যাস (রহঃ) বলেন, আমি যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত ছিলাম। আমি কিছু পাপ কাজ করে বসি, যা আমার মতে কবীরা গুনাহের শামিল। আমি বিষয়টি ইবনে ওমর (রাঃ)-এর কাছে উল্লেখ করলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, সেটা কি? আমি বললাম, এই এই ব্যাপার। তিনি বলেন, এগুলো কবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত নয়। কবীরা গুনাহ নয়টি- (১) আল্লাহর সাথে শরীক করা (২) মানুষ হত্যা করা (৩) জিহাদের ময়দান থেকে

পলায়ন করা (৪) সতী-সাধ্বী নারীর বিরুদ্ধে যেনার মিথ্যা অপবাদ দেওয়া (৫) সূদ খাওয়া (৬) ইয়াতীমের মাল আত্মসাৎ করা (৭) মসজিদে ধর্মদ্রোহী কাজ করা (৮) ধর্ম নিয়ে উপহাস করা এবং (৯) সন্তানের অসদাচরণ, যা পিতা-মাতার কান্নার কারণ হয়। ইবনে ওমর (রাঃ) আমাকে বলেন, তুমি কি জাহান্নাম থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চাও? আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি তাই চাই। তিনি বলেন, তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছেন? আমি বললাম, আমার মা জীবিত আছেন। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! তুমি তার সাথে নম্র ভাষায় কথা বললে এবং তার ভরণপোষণ করলে তুমি অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে, যদি কবীরা গুনাহসমূহ থেকে বিরত থাক' । [2]

৩. তাদের অনুমতি ব্যতীত সফর না করা:

পিতা-মাতা সর্বদা সন্তানের কল্যাণ কামনা করেন। সন্তান কখনো তাদের চোখের আড়াল হ' লে তারা চিন্তিত থাকেন। এজন্য সন্তানের কর্তব্য হচ্ছে কোথাও গেলে তাদেরকে জানিয়ে এবং তাদের নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে যাওয়া। এ মর্মে একটি হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, তিনি বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ أَحَىٌّ وَالِدَاكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ- 'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে জিহাদে যাবার অনুমতি প্রার্থনা করল। তখন তিনি বললেন, তোমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন কি? সে বলল, হ্যাঁ। নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তবে (তাদের খিদমতের মাধ্যমে) তাদের মধ্যে জিহাদের চেষ্টা কর' ।[3] অন্য বর্ণনায় এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَقْبَلَ رَجُلٌ إِلَى نَبِىِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ أَبْتَغِى الأَجْرَ مِنَ اللهِ قَالَ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَىٌّ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلاَهُمَا قَالَ فَتَبْتَغِى الأَجْرَ مِنَ اللهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا-

'একদিন জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, আমি আপনার কাছে হিজরত ও জিহাদে অংশগ্রহণের বায় 'আত করতে চাই। এর মাধ্যমে আল্লাহর নিকটে প্রতিদান কামনা করি। তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার

মাতা-পিতার কেউ কি জীবিত আছেন? উত্তরে সে বলল, হ্যাঁ, বরং উভয়েই। তখন তিনি বললেন, তুমি কি আল্লাহর নিকটে প্রতিদান কামনা কর? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি তখন বললেন, তুমি তোমার মাতা-পিতার নিকট ফিরে যাও এবং সর্বদা তাদের সাথে সদাচরণ কর’ । [4]

৪. রাগান্বিত হয়ে তাদের মুখোমুখী না হওয়া:

পিতা-মাতার সাথে শালীনতা বজায় রাখার অন্যতম দিক হচ্ছে, তাদের সাথে রাগান্বিত হয়ে কখনও কথা না বলা। কেননা এতে তারা কষ্ট পায়। আর মনঃকষ্টের কারণে তারা সন্তানের বিরুদ্ধে কোন বদ দো ‘আ করলে তা আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ- ‘তিন ব্যক্তির দো ‘আ নিঃসন্দেহে কবুল হয়- ১. পিতা-মাতার দো ‘আ, ২. মুসাফিরের দো ‘আ, ৩. মযলূমের দো ‘আ’ । [5]

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইজ নামক একজন লোক ছিলেন। একদিন তিনি ছালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় তাঁর মা তাকে ডাকলেন। কিন্তু তিনি তাঁর ডাকে সাড়া দিলেন না। তিনি বললেন, ছালাত আদায় করব, না কি তার জবাব দেব? তারপর মা তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন, হে আল্লাহ! তাকে মৃত্যু দিও না যে পর্যন্ত তুমি তাকে কোন পতিতার মুখ না দেখাও। একদিন জুরাইজ তার ইবাদতখানায় ছিলেন। এমন সময় এক মহিলা বললেন, আমি জুরাইজকে ফাঁসিয়ে ছাড়ব। তখন সে তার নিকট গেল এবং তার সাথে কথাবার্তা বলল। কিন্তু তিনি অস্বীকৃতি জানালেন। তারপর সে মহিলা এক রাখালের কাছে এসে স্বেচ্ছায় নিজেকে তার হাতে সঁপে দিল। তার কিছুদিন পর সে একটি ছেলে প্রসব করল। তখন সে বলে বেড়াতে লাগল যে, এ ছেলে জুরাইজের! এ কথা শুনে লোকেরা জুরাইজের নিকট এল এবং তার ইবাদতখানা ভেঙ্গে তাকে বের করে দিল ও তাকে গালিগালাজ করল। এরপর তিনি (জুরাইজ) ওযূ করলেন এবং ছালাত আদায় করলেন। তারপর তিনি ছেলেটির কাছে এসে বললেন, হে ছেলে! তোমার পিতা কে? সে জবাব দিল, রাখাল। তখন লোকেরা বলল, আমরা তোমার ইবাদতখানাটি

সোনা দিয়ে তৈরী করে দিব। জুরাইজ বললেন, না মাটি দিয়েই তৈরী করে দাও (যেমনটা পূর্বে ছিল)।[6] সুতরাং পিতা-মাতার সাথে রাগারাগি করা যাবে না এবং তাদের মনঃকষ্টের কারণ হয় এমন কোন কাজ করা যাবে না।

৫. পিতা-মাতার সেবা করা :

পিতা-মাতা সন্তানের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তারাই শৈশবে সন্তানকে অকৃত্রিম যত্নে প্রতিপালন করেছে। তাই বড় হয়ে তাদের সেবা করা সন্তানের দায়িত্ব ও কর্তব্য। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে, মু 'আবিয়াহ ইবনু জাহিমাহ (রহঃ) হ' তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَدْتُ أَنْ أَغْزُوَ وَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا-

'তাঁর পিতা জাহিমাহ নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি জিহাদে অংশগ্রহণের ইচ্ছা করছি, এজন্য আপনার সাথে পরামর্শ করতে এসেছি। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা জীবিত আছেন কী? তিনি বললেন, জ্বী হ্যাঁ। তিনি বললেন, মায়ের সেবাকেই আবশ্যিক করে নেও। কেননা জান্নাত তাঁর পায়ের কাছে' ।[7]

৬. পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দো 'আ করা :

পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করলেও তাদের প্রতি সন্তানের কর্তব্য শেষ হয়ে যায় না। বরং তাদের মৃত্যুর পরে তাদের জন্য দো 'আ করা সন্তানের অন্যতম কর্তব্য। আল্লাহ বলেন, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيْرًا، 'বল, হে আমার প্রতিপালক! তুমি তাদের প্রতি দয়া কর যেমন তারা আমাকে ছোটকালে দয়াবশে প্রতিপালন করেছিলেন' (বনী ইসরাঈল ১৭/২৪)। সুতরাং পিতা-মাতার প্রতি অন্যতম আদব হ' ল তাদের জন্য দো 'আ করা। যার ছওয়াব তারা কবরে বসেও পেতে থাকেন।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ.

‘আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করে তখন তার আমলের সুযোগও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমলের ছওয়াব বন্ধ হয় না। ১. ছাদাক্বায়ে জারিয়া। ২. এমন জ্ঞান, যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, ৩. নেক সন্তান, যে তার পিতা-মাতার জন্য দো ‘আ করে’ ।[8] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَارَبِّ أَنَّى لِى هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ-

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা ‘আলা জান্নাতে নেক বান্দার মর্যাদা উন্নত করেন। তখন সে বলে, হে রব! আমার এ (মর্যাদা) কিভাবে হ’ ল? আল্লাহ বলেন, তোমার জন্য তোমার সন্তানের ক্ষমা প্রার্থনার মাধ্যমে’ ।[9]

৭. তাদের মৃত্যুর পরে তাদের জন্য ছাদাক্বা করা:

পিতা-মাতা মৃত্যুবরণ করলে তাদের মাগফিরাতের জন্য দান-ছাদাক্বা করা তাদের সাথে শিষ্টাচারের অন্তর্গত। এই দানের ছওয়াব তারা কবরে বসে পাবেন। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها .أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّى افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ-

‘আয়েশা (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হ’ লে কিছু ছাদাক্বা করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হ’ তে ছাদাক্বা করলে তিনি এর নেকী পাবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ’ ।[10]

৮. পিতা-মাতার অবর্তমানে তাদের মুসলিম আত্মীয় ও বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা :

পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের সাথে যেমন সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, তেমনি তাদের মৃত্যুর পরে তাদের মুসলিম বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-স্বজনের সাথেও সুসম্পর্ক রাখতে হবে। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رُكُوبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلَى ذَلِكَ الْحِمَارِ إِذْ مَرَّ بِهِ أَعْرَابِىٌّ فَقَالَ أَلَسْتَ ابْنَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ قَالَ بَلَى .فَأَعْطَاهُ الْحِمَارَ وَقَالَ ارْكَبْ هَذَا وَالْعِمَامَةَ قَالَ اشْدُدْ بِهَا رَأْسَكَ. فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ غَفَرَ اللهُ لَكَ أَعْطَيْتَ هَذَا الأَعْرَابِىَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ .فَقَالَ إِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّىَ .وَإِنَّ أَبَاهُ كَانَ صَدِيقًا لِعُمَرَ.

‘ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, যখন তিনি মক্কা অভিমুখে রওনা হ’তেন তখন তাঁর সঙ্গে একটি গাধা থাকত। উটের সওয়ারীতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে ক্ষণিক স্বস্তি লাভের জন্য তাতে আরোহণ করতেন। আর তাঁর সাথে একটি পাগড়ী থাকত, যা তিনি মাথায় বেঁধে নিতেন। একদা তিনি উক্ত গাধায় আরোহণ করে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর পাশ দিয়ে একজন বেদুঈন অতিক্রম করছিল। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক নও? সে বলল, হ্যাঁ। তখন তিনি তাকে গাধাটি দিয়ে দিলেন এবং বললেন, এতে আরোহণ কর। তিনি তাকে পাগড়ীটিও দান করলেন এবং বললেন, এটি তোমার মাথায় বেঁধে নাও।

তখন তাঁর সঙ্গীদের কেউ কেউ তাকে বললেন, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি এই বেদুঈনকে গাধাটি দিয়ে দিলেন, যার উপর সওয়ার হয়ে আপনি স্বস্তি লাভ করতেন এবং পাগড়ীটিও দান করলেন, যার দ্বারা আপনার মাথা বাঁধতেন। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, সর্বোত্তম সদ্ব্যবহার হ’ল কোন ব্যক্তির পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে সদ্ভাব রাখা। আর এই বেদুঈনের পিতা ছিলেন ওমর (রাঃ)-এর অন্তরঙ্গ বন্ধু’।[11]

৯. মৃত্যুর পরে তাদের কবর যিয়ারত করা :

পিতা-মাতার মৃত্যুর পরে তাদের কবর যিয়ারত করা। এতে যেমন তাদের কথা স্মরণ হবে, তেমনি তাদের প্রতি কর্তব্য অন্তরে জাগরুক থাকবে। তাই তাদের কবর যিয়ারত করা এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত, যাতে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করে দেন এবং তাদেরকে জান্নাত দান করেন। রাসূল (ছাঃ) তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত করেন। এ সম্পর্কে হাদীছে এসেছে, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

زَارَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ فَقَالَ اسْتَأْذَنْتُ رَبِّىْ فِىْ أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِى وَاسْتَأْذَنْتُهُ فِىْ أَنْ أَزُوْرَ قَبْرَهَا فَأُذِنَ لِى فَزُوْرُوْا الْقُبُوْرَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ-

'নবী করীম (ছাঃ) একবার নিজের মায়ের কবরে গেলেন। সেখানে তিনি নিজেও কাঁদলেন এবং তাঁর আশপাশের লোকদেরকেও কাঁদালেন। তারপর বললেন, আমি আমার মায়ের জন্য মাগফিরাত কামনা করতে আল্লাহর কাছে অনুমতি চাইলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হ' ল না। তারপর আমি আমার মায়ের কবরের কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলাম। আমাকে অনুমতি দেয়া হ' ল। তাই তোমরা কবরের কাছে যাবে। কারণ কবর মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়' ।[12]

১০. পিতা-মাতার নাম ধরে না ডাকা :

পিতা-মাতা সন্তানের নিকটে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী। সুতরাং তাদেরকে সর্বদা সম্মান করা কর্তব্য। আর এমন কোন কাজ উচিত নয়, যাতে তাদের সম্মান ক্ষুণ্ণ হয়। যেমন তাদের নাম ধরে ডাকা। এ মর্মে বর্ণিত হয়েছে,

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ. فَقَالَ لِأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ؟ فَقَالَ: أَبِيْ. فَقَالَ: لاَ تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلاَ تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلاَ تَجْلِسْ قَبْلَهُ.

'আবু হুরায়রা (রাঃ) দুই ব্যক্তিকে দেখে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করেন, ইনি তোমার কি হন? সে বলল, তিনি আমার পিতা। তিনি বলেন, তাকে নাম ধরে ডেকো না, তার আগে আগে চলো না এবং তার সামনে বসো না' ।[13]

ওমর ইবনু যায়েদকে বলা হ’ ল-كيف برُّ ابنك بك؟ قال: ما مشيت نهاراً قط إلا وهو خلفي، ولا مشيت ليلاً إلا مشى أمامي، ولا رقى سقفاً وأنا تحته، ‘আপনার ছেলে আপনার সাথে কিরূপ সদাচরণ করে? তিনি বলেন, আমি দিনে কখনো পথ চললে সে আমার পিছনে চলে। রাত্রে পথ চললে সে আমার সামনে চলে। আমি নীচে থাকলে সে ছাদে আরোহণ করে না’ ।

১১. নিজ পিতা-মাতা ব্যতীত অন্যকে পিতা-মাতা পরিচয় না দেওয়া :

পিতা-মাতা যে মানের ও মর্যাদার হোক না কেন কিংবা তাদের পেশা ও কর্ম যাই হোক না কেন তাদের পরিচয় গোপন করে অন্যকে পিতা-মাতা পরিচয় দেওয়া বৈধ নয়। হাদীছে এসেছে, আবু হুরায়রাহ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ’ তে বর্ণনা করেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لاَ تَرْغَبُوْا عَنْ آبَائِكُمْ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كُفْرٌ- ‘তোমরা তোমাদের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিও না (অর্থাৎ অস্বীকার করো না)। কারণ যে লোক নিজের পিতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় (অর্থাৎ পিতাকে অস্বীকার করে) তা কুফরী’ ।[14] অন্য বর্ণনায় এসেছে,

عَنْ سَعْدٍ رضى الله عنه قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيْهِ، وَهْوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيْهِ، فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ-

সা ‘দ (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে অন্যকে নিজের পিতা বলে দাবী করে অথচ সে জানে যে সে তার পিতা নয়, তার জন্য জান্নাত হারাম’ ।[15]

১২. তাদেরকে গালি দেওয়ার উপলক্ষ তৈরী না করা :

পিতা-মাতা অপমানিত হয় এমন কোন কাজ করা এবং যেসব কাজের কারণে তাদেরকে গালি দেওয়া হয় তদ্রূপ কোন কাজ করা যাবে না। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَا رَسُولَ اللهِ هَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ-

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, কবীরা গুনাহসমূহের অন্যতম হ' ল নিজের পিতা-মাতাকে গালি দেওয়া। তারা (ছাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নিজের পিতা-মাতাকে কোন লোক কিভাবে গালি দিতে পারে? তিনি বললেন, সে অন্যের পিতাকে গালি দেয়, তখন সে তার পিতাকে গালি দেয় এবং সে অন্যের মাকে গালি দেয়, তখন সে তার মাকে গালি দেয়' ।[16]

৫.১০ পিতা-মাতার মৃত্যু পরবর্তী অধিকার

পিতা-মাতা মৃত্যুর পরেও সন্তানের নিকট পরোক্ষভাবে সুন্দর আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখেন। যেমন পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা, তাদের জন্য দো 'আ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, তাদের অছিয়ত পূরণ করা, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, মানত পূর্ণ করা, ঋণ পরিশোধ করা, ক্বাযা ছওম পালন করা, বদলী হজ্জ আদায় করা, দান-ছাদাক্বাহ করা ইত্যাদি।

عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ فَقَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ !هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ أَبَوَىَّ شَىْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا قَالَ :نَعَمِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِى لاَ تُوصَلُ إِلاَّ بِهِمَا وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا-

আবু উসাইদ (রাঃ) বলেন, আমরা নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম। এ সময় বনু সালমা গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতার মৃত্যুর পর তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করার কোন অবকাশ আছে কি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, চারটি উপায় আছে। (১) তাদের জন্য দো 'আ করা, (২) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, (৩) তাদের প্রতিশ্রুতিসমূহ পূর্ণ করা এবং (৪) তাদের বন্ধু-বান্ধবদের সম্মান

করা ও তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করা, যারা তাদের মাধ্যমে তোমার আত্মীয়’ ।[1]

(ক) পিতা-মাতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা :

পিতা-মাতার জন্য সকলকে প্রার্থনা করতে হবে। আল্লাহ তা ‘আলা পিতা-মাতার জন্য দো ‘আ শিক্ষা দিয়েছেন এবং দো ‘আ করার আদেশও দিয়েছেন। তিনি বলেন,

-وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِيْ صَغِيْراً

‘অনুকম্পায় তাদের প্রতি বিনয়াবনত থেকো এবং বল, (উচ্চারণ: রাবিবর হাম্হুমা কামা রাববাইয়া-নী ছাগীরা)।

‘হে পালনকর্তা! তাদের উভয়ের প্রতি রহম কর, যেমন তারা আমাকে শৈশবকালে লালন-পালন করেছেন’ (বনী ইসরাঈল ১৭/ ২৪)। মৃত্যুর পর মানুষের তিনটি আমল জারী থাকে, তার মধ্যে সৎ সন্তানের দো ‘আ সব থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ -إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যখন কোন মানুষ মারা যায়, তখন তার তিনটি আমল ব্যতীত সকল কর্ম বন্ধ হয়ে যায় (১) ছাদাক্বা জারিয়াহ, (২) উপকারী বিদ্যা এবং (৩) সৎ সন্তান যে তার জন্য দো ‘আ করে’ ।[2] সন্তানের প্রার্থনার কারণে পিতা-মাতার সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ – لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِى الْجَنَّةِ فَيَقُولُ :يَارَبِّ أَنَّى لِى هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা ‘আলা জান্নাতে তাঁর কোন নেক বান্দার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। এ অবস্থা দেখে সে (নেক বান্দা) বলবে, হে আমার রব! আমার এ মর্যাদা কিভাবে বৃদ্ধি হ’ ল? তখন আল্লাহ তা ‘আলা বলবেন, তোমার সন্তান-সন্ততি তোমার জন্য মাগফিরাত কামনা করার কারণে’ ।[3]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ تُرْفَعُ لِلْمَيِتِ بَعْدَ مَوْتِهِ دَرَجَتُهُ، فَيَقُولُ :أَيْ رَبِّ، أَيُّ شَيْءٍ هَذَا؟ فَيُقَالُ :وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, মানুষের মৃত্যুর পর তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। তখন সে বলে, হে প্রভু! এটা কি জিনিস? তাকে বলা হয়, তোমার সন্তান তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছে’ ।[4]

،عَنْ مُحَمَّدِ بْنْ سِيرِينَ :كُنَّا عِنْدَ أَبِي هُرَيْرَةَ لَيْلَةً، فَقَالَ :اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِأَبِي هُرَيْرَةَ، وَلِأُمِّي وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُمَا قَالَ لِي مُحَمَّدٌ :فَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى نَدْخُلَ فِي دَعْوَةِ أَبِي هُرَيْرَةَ-

প্রখ্যাত তাবেঈ মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, এক রাতে আমরা আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে ছিলাম। তিনি বললেন, ‘হে আল্লাহ! আবু হুরায়রাকে, আমার মাকে এবং তাদের দু’ জনের জন্য যারা ক্ষমা প্রার্থনা করে, তাদের সকলকে তুমি ক্ষমা কর’ । মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (রহঃ) বলেন, আমরা তার দো ‘আয় শামিল হওয়ার আশায় তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি’ ।[5]

নবী-রাসূলগণের পিতা-মাতার জন্য দো ‘আ : সকল নবী-রাসূল তাদের পিতা-মাতার জন্য প্রার্থনা করেছেন। আল্লাহ তা ‘আলা আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য তাদের দো ‘আর কিছু নমুনা কুরআনে উপস্থাপন করেছেন। পিতা-মাতার জন্য তাদের কিছু দো ‘আ নিম্নে পেশ করা হ’ ল-

সুলায়মান (আঃ)-এর দো 'আ :

رَبِّ أَوْزِعْنِىْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىْ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَى وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِىْ بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ-

উচ্চারণ : রাবিব আওঝি 'নী আন্ আশ্কুরা নি 'মাতাকা-ল্লাতী আন্ 'আন্তা 'আলাইয়্যা ওয়া 'আলা ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন আ 'মালা ছা-লিহান্ তারযা-হু ওয়া আদ্খিলনী বিরাহ্মাতিকা ফী 'ইবা-দিকাছ ছা-লিহীন।

অর্থ : 'হে আমার পালনকর্তা! আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে যে নে 'মত তুমি দান করেছ তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার শক্তি দান কর। আর আমি যাতে তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করতে পারি এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' (নামল ১৬/১৯)।

নূহ (আঃ)-এর দো 'আ :

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ-

উচ্চারণ : 'রাবিবগ্ফির্লী ওয়ালি ওয়া-লি দাইয়া ওয়ালিমান দাখালা বায়তিয়া মুমিনাও ওয়া লিল মু' মিনীনা ওয়াল মু' মিনাত' ।

 'হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে বিশ্বাসী হয়ে প্রবেশ করবে এবং মু' মিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন' (নূহ ৭১/২৮)।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দো 'আ :

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ-

উচ্চারণ : রববানাগফিরলী ওয়ালি ওয়া-লিদাইয়া ওয়া লিল মু ‘মিনীনা ইয়াওমা ইয়কবূমুল হিসা-ব।

‘হে আমাদের প্রভু! আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং ঈমানদার সকলকে ক্ষমা কর যেদিন হিসাব দন্ডায়মান হবে (ইবরাহীম ১৪/৪০-৪১)।

সৎ বান্দাদের পিতা-মাতার জন্য দো ‘আ :

رَبِّ أَوْزِعْنِيْ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ، إِنِّيْ تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ-

উচ্চারণ: রাবিব আওযি ‘নী আন্ আশ্কুরা নি ‘মাতিকাল্লাতী আন ‘আন্তা ‘আলাইয়্যা ওয়া ‘আলা ওয়া-লিদাইয়্যা ওয়া আন আ ‘মালা ছা-লিহান্ তারযা-হু ওয়া আছলিহ্লী ফী যুররিইয়্যাতী, ইন্নী তুব্তু ইলাইকা ওয়া ইন্নী মিনাল মুসলিমীন।

অর্থ : ‘হে আমার প্রভু! আমাকে শক্তি দাও যাতে আমি তোমার নে ‘মতের শোকর আদায় করি। যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ এবং যাতে আমি তোমার পসন্দনীয় সৎকর্ম করি। আমার পিতা-মাতাকে সৎকর্ম পরায়ণ করো, আর সন্তানদেরকেও সৎকর্মপরায়ণ করো। আমি তোমার প্রতি তওবা করলাম। আমি তোমার একান্ত একজন আজ্ঞাবহ’ (আহক্বাফ ৪৬/১৫)।

(খ) পিতা-মাতা জীবিত বা মৃত উভয় অবস্থায় তাদের জন্য দো ‘আ করা :

পিতা-মাতা জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য দো ‘আ করা ও তাদের জন্য দান ছাদাক্বাহ করা উত্তম কাজ। তারা যেমন মৃত্যুর পর দো ‘আ পাওয়ার অধিকার রাখেন তেমনি জীবিত থাকা অবস্থাতেও অধিকার রাখেন। এটি অন্যতম সদ্ব্যবহারের মাধ্যম’ ।[6] কাযী ইয়ায বলেন, لَا نَعْرِفُ رِوَايَةً بِالْفَرْقِ بَيْنَ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ ‘এ ক্ষেত্রে আমরা কোন বর্ণনা জানিনা যা মৃত্যু ও জীবিতদের মাঝে পার্থক্য করে’ ।[7]

(গ) ঋণ পরিশোধ করা : পিতা-মাতার ঋণ থাকলে সন্তানরা সর্বপ্রথম তাদের ঋণ পরিশোধ করবে। কারণ ঋণ এমন এক বোঝা যা ঋণদাতা ব্যতীত কেউ হালকা করতে পারবে না। সেজন্য পিতা-মাতার যাবতীয় সম্পদ দ্বারা হ' লেও তাদের ঋণ পরিশোধ করবে, সামর্থ্য না থাকলে ঋণদাতার নিকট থেকে মওকুফ করিয়ে নিবে। মওকুফ না করলে দাতাদের সহযোগিতার নিয়ে হ' লেও তা পরিশোধ করার চেষ্টা করবে। কারণ ঋণ মাফ হবে না। তবে পিতা-মাতা অন্যায় কাজে অনেক ঋণ করে থাকলে তা পরিশোধ করতে সন্তান বাধ্য নয়।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم :نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ-

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ' তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'মুমিন ব্যক্তির রূহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যতক্ষণ না তা পরিশোধ করা হয়' ।[8]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ-

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু আস (রাঃ) হ' তে বর্ণিত যে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, ঋণ ছাড়া শহীদের সকল গুনাহই মাফ করে দেওয়া হবে' ।[9]

(ঘ) অছিয়ত পূর্ণ করা: পিতা-মাতার কোন ন্যায়সঙ্গত অছিয়ত থাকলে তা পালন করা সন্তানদের জন্য আবশ্যক। আল্লাহ তা 'আলা বলেন, কিন্তু যদি মৃতের ভাইয়েরা থাকে, তাহ' লে মা পাবে ছয় ভাগের এক ভাগ মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর (নিসা ৪/১১)। .... কাউকে কোনরূপ ক্ষতি না করে। এটি আল্লাহ প্রদত্ত বিধান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও সহনশীল (নিসা ৪/১২)। তিনি আরো বলেন,كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ 'তোমাদের কারু যখন মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়, তখন যদি সে কিছু ধন-

সম্পদ ছেড়ে যায়, তবে তার জন্য অছিয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হ’ ল পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ন্যায়ানুগভাবে। এটি আল্লাহভীরুদের জন্য আবশ্যিক বিষয় (বাকারাহ ২/১৮০)।[10] একজন ব্যক্তি তার সম্পদের সর্বোচ্চ এক তৃতীয়াংশ সম্পদ অছিয়ত করতে পারে। এর বেশী করলে তা পালন করা যাবে না’ ।[11] তবে অছিয়ত আছাবাদের জন্য নয়।

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ فَلاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ -

আবু উমামাহ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রত্যেক হকদারের অংশ নির্দিষ্ট করেছেন। সুতরাং কোনো ওয়ারিছের জন্য অছিয়ত করা যাবে না’ ।[12]

আমের বিন সা ‘দ বর্ণনা করেন, তার পিতা সা ‘দ বর্ণনা করেন, বিদায় হজ্জের সময় আমি রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুপথযাত্রী হয়ে পড়ছিলাম। নবী করীম (ছাঃ) সে সময় আমাকে দেখতে এলেন। তখন আমি বললাম, আমি যে রোগাক্রান্ত, তাতো আপনি দেখছেন। আমি একজন বিত্তবান লোক। আমার এক মেয়ে ব্যতীত কোন ওয়ারিছ নেই। তাই আমি কি আমার দু’ তৃতীয়াংশ মাল ছাদাক্বাহ করে দিতে পারি? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, তবে অর্ধেক মাল? তিনি বললেন, না। এক তৃতীয়াংশ অনেক। তোমার ওয়ারিছদের মানুষের কাছে ভিক্ষার হাত বাড়ানোর মত অভাবী রেখে যাবার চেয়ে তাদের বিত্তবান রেখে যাওয়া তোমার জন্য অনেক উত্তম। আর তুমি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছুই ব্যয় করবে নিশ্চয়ই তার প্রতিদান দেয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে লুকমাটি তুলে দিয়ে থাকো, তোমাকে এর প্রতিদান দেয়া হবে। আমি বললাম, তা হ’ লে আমার সঙ্গীগণের পরেও কি আমি বেঁচে থাকবো? তিনি বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এদের পরে বেঁচে থাকলে তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যা কিছু নেক আমল করো না কেন, এর বদলে তোমার মর্যাদা ও সম্মান আরও বেড়ে যাবে। আশা করা যায় যে, তুমি আরও কিছু দিন বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা অনেক ক্বওম উপকৃত হবে। আর অনেক সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তারপর তিনি দু’ আ করলেন, হে আল্লাহ! আপনি আমার ছাহাবীগণের হিজরতকে বহাল রাখুন।

আর তাদের পেছনে ফিরে যেতে দেবেন না। কিন্তু সা ‘দ ইবনু খাওলাহ এর দূর্ভাগ্য। (কারণ তিনি বিদায় হজ্জের সময় মক্কায় মারা যান) সা ‘দ বলেন, মক্কায় তাঁর মৃত্যু হওয়ায় রাসূল (ছাঃ) তাঁর জন্য শোক প্রকাশ করেছেন’ ।[13]

(ঙ) মানত পূর্ণ করা: পিতা-মাতার কোন শরী ‘আত সম্মত মানত থাকলে তা পালন করা সন্তানের আবশ্যক।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما :قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللهِ !إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ :أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّى ذَلِكِ عَنْهَا .قَالَتْ نَعَم قَالَ :فَصُومِى عَنْ أُمِّكِ –

ইবনু আববাস (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈকা মহিলা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা মৃত্যুবরণ করেছেন। তার উপর মান্নতের ছাওম এর কাযা রয়েছে। আমি তার পক্ষ হ’ তে এ ছাওম আদায় করতে পারি কি? তখন তিনি বললেন, যদি তোমার মায়ের উপর কোন ঋণ থাকত তাহ’ লে তুমি তা পরিশোধ করে দিতে, তবে তা তার পক্ষ হ’ তে আদায় হতো কি? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘তোমার মায়ের পক্ষ হ’ তে তুমি ছাওম পালন কর’ ।[14]

(চ) কাফ্ফারা আদায় করা: পিতা-মাতার উপর কোন কাফফা্রা থাকলে সন্তান তা আদায় করবে। তা কসমের কাফ্ফারা হ’ তে পারে বা ভুলবশতঃ হত্যার কাফফা্রাও হ’ তে পারে। কারণ এগুলো পিতা-মাতার ঋণের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ :أَنَّ امْرَأَةً رَكِبَتِ الْبَحْرَ فَنَذَرَتْ إِنْ نَجَّاهَا اللَّهُ أَنْ تَصُومَ شَهْرًا فَنَجَّاهَا اللَّهُ فَلَمْ تَصُمْ حَتَّى مَاتَتْ فَجَاءَتِ ابْنَتُهَا أَوْ أُخْتُهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَصُومَ عَنْهَا-

ইবনু আববাস (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক মহিলা সমুদ্রে ভ্রমণে গিয়ে মানত করলো, আল্লাহ যদি তাকে নিরাপদে ফেরার সুযোগ দিলে সে একমাস ছিয়াম পালন করবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে সমুদ্রে বিপদ থেকে মুক্তি দিলেন। কিন্তু ছিয়াম পালনের

পূর্বেই সে মারা গেলো। তার মেয়ে অথবা বোন রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলে তিনি তাকে মৃতের পক্ষ থেকে ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন’ ।[15]

(ছ) ফরয ছিয়াম, মানতের ছিয়াম বা বদলী হজ্জ পালন করা : ফরয ছিয়াম যা সফর বা রোগের কারণে আদায় করতে পারেনি। পরবর্তীতে আদায় করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হঠাৎ মৃত্যুবরণ করাই কাযা আদায় করতে পারেনি। এমন ছিয়াম নিকটতম আত্মীয়রা আদায় করে নিবে। আর যদি রোগের কারণে রামাযান মাসে ছিয়াম আদায় না করে এবং রামাযানের পরেও সুস্থ হ’ তে না পারে ও মারা যায় তাহ’ লে তার ছিয়ামের ক্বাযা আদায় করতে হবে না। কারণ এমন সময় তার জন্য ছিয়াম ফরয নয়। অনুরূপভাবে সম্পদশালী পিতা-মাতা যেকোন কারণে হজ্জ পালন না করে পর্যাপ্ত সম্পদ রেখে মারা গেলে সন্তানের জন্য পিতা-মাতার পক্ষ থেকে বদলী পালন করতে হবে’ । [16]

عَنْ عَائِشَةَ رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ -

আয়েশা (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘ছিয়ামের ক্বাযা যিম্মায় রেখে যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় তাহ’ লে তার নিকট আত্মীয় তার পক্ষ হ’ তে ছিয়াম আদায় করবে’ । [17]

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّى كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّى بِجَارِيَةٍ وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ :وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ .قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ !إِنَّهَا كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: صُومِى عَنْهَا .قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا قَالَ :نَعَمْ حُجِّى عَنْهَا-

বুরায়দা (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) নিকটে আমি বসা ছিলাম। এমন সময় তার নিকট এক মহিলা এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে একটি দাসী দান করেছিলাম। তিনি মারা গেছেন। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি ছাওয়াবের অধিকারী হয়ে গেছ এবং উত্তরাধিকার স্বত্ত্ব দাসীটি তোমাকে ফেরত দিয়েছে।

সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এক মাসের ছিয়াম আদায় করা তার বাকী আছে, তার পক্ষ হ' তে আমি কি ছিয়াম আদায় করতে পারি? তিনি বললেন, তার পক্ষে তুমি ছিয়াম আদায় কর। সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! কখনও তিনি হজ্জ করেননি। তার পক্ষ হ' তে আমি কি হজ্জ আদায় করতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ, তার জন্য তুমি হজ্জ আদায় কর' । [18]

عن ابن عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ :إِنَّ أَبِيْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ" :أَرَأَيْتَ لَوَ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ :نَعَمْ، قال :حُجِّ عَنْ أَبِيْكَ-

ইবনু আববাস (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, একজন লোক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট গমন করে বলল, (হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার পিতা হজ্জ পালন না করে মারা গেছেন, আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন করব? তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর, যদি তোমার পিতার উপর ঋণ থাকত, তাহ' লে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। রাসূল (ছাঃ) বললেন, অতএব তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ পালন কর' ।[19]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ !إِنَّ أُمِّى مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ :لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا .قَالَ نَعَمْ .قَالَ :فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى-

ইবনু আববাস (রাঃ) হ' তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা এক মাসের ছিয়াম যিম্মায় রেখে মারা গেছেন, আমি কি তাঁর পক্ষ হ' তে এ ছিয়াম কাযা করতে পারি? তিনি বললেন, যদি তোমার আম্মার উপর ঋণ থাকত তাহ' লে কি তুমি তা আদায় করতে না? সে বলল, হ্যাঁ। তিনি বললেন, আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করাই হ' ল অধিক উপযুক্ত' ।[20]

(জ) পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে ভাল আচরণ করা: পিতা-মাতার সাথে তাদের জীবদ্দশায় ভাল সম্পর্ক ছিল এমন ব্যক্তিদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে হবে। রাসূল (ছাঃ)

বলেন, إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّىَ ‘সব চাইতে বড় নেকীর কাজ এই যে, ব্যক্তি তার পিতার ইন্তিকালের পর, তার বন্ধু-বান্ধবদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে’ ।[21]

আয়েশা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর অন্য কোন সহধর্মিণীর প্রতি এতটুকু অভিমান করিনি, যতটুকু খাদীজা (রাঃ)-এর প্রতি করেছি। অথচ আমি তাকে দেখিনি। কিন্তু নবী করীম (ছাঃ) তার কথা অধিক সময় আলোচনা করতেন। কোন কোন সময় বকরী যবেহ করে গোশতের পরিমান বিবেচনায় হাড়-গোশতকে ছোট ছোট টুকরা করে হ’লেও খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবীদের ঘরে পৌঁছে দিতেন। আমি কোন সময় অভিমানের সুরে নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতাম, (আপনার অবস্থা দৃষ্টে) মনে হয়, খাদীজা (রাঃ) ছাড়া পৃথিবীতে যেন আর কোন নারী নেই। প্রতি উত্তরে তিনি বলতেন, হ্যাঁ। তিনি এমন ছিলেন, তার গর্ভে আমার সন্তান জন্মেছিল’ ।[22] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِى فِى خَلاَئِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ ‘কোন দিন বকরী যবেহ হ’লে খাদীজা (রাঃ)-এর বান্ধবীদের নিকট তাদের প্রত্যেকের আবশ্যক পরিমাণ গোশত নবী (ছাঃ) হাদীয়া স্বরূপ পাঠিয়ে দিতেন’ ।[23] আরেক বর্ণনায় রয়েছে,إِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ فَيَقُولُ أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ ‘রাসূল (ছাঃ) যখন বকরী যবেহ করতেন তখন বলতেন, এ গোশত খাদীজার বান্ধবীদের পাঠিয়ে দাও’ ।[24]

আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ’তে বর্ণিত যে, মক্কার এক রাস্তায় তার সঙ্গে এক বেদুঈনের সাক্ষাৎ হ’ল। আব্দুল্লাহ (রাঃ) তাঁকে সালাম দিলেন এবং তিনি যে গাধার পিঠে সওয়ার হ’তেন সে গাধা তাকে সওয়ারীর জন্য দিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর মাথার পাগড়ী তাকে দান করলেন। তখন আব্দুল্লাহ ইবনু দ্বীনার (রহঃ) বলেন, আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন। বেদুঈনরা তো অল্পতেই তুষ্ট হয়ে যায়। (এতো দেওয়ার প্রয়োজন কী ছিল?) তখন আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) বললেন, এই ব্যক্তির পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ)-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, ‘কোন ব্যক্তির সর্বোত্তম নেকীর কাজ হচেছ তার পিতার বন্ধুজনের সঙ্গে সদাচরণের মাধ্যমে সম্পর্ক রক্ষা করা’ ।[25]

:عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ :قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَأَتَانِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فقَالَ :أَتَدْرِي لِمَ أَتَيْتُكَ؟، قَالَ قُلْتُ :لَا، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ" :مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصِلَ أَبَاهُ فِي قَبْرِهِ، فَلْيَصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ "وَإِنَّهُ كَانَ بَيْنَ أَبِي عُمَرَ وَبَيْنَ أَبِيكَ إِخَاءٌ وَوُدٌّ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَصِلَ ذَاكَ-

আবু বুরদাহ হ' তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি মদীনায় গমন করলে আব্দুল্লাহ বিন ওমর আমার নিকট এসে বললেন, আমি তোমার নিকট কেন এসেছি তুমি কি জান? সে বলল, আমি বললাম, না। তিনি বললেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি চায় যে, তার কবরস্ত বাবার সাথে সদাচরণ করবে সে যেন তার মৃত্যুর পরে তার বন্ধুদের সাথে সুসম্পর্ক রাখে। আর বাবা ওমর তোমার বাবার মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভ্রাতৃত্ব ছিল। আর আমি সে সম্পর্ক বহাল রাখতে পসন্দ করছি' ।[26]

(ঝ) দান-ছাদাক্বাহ করা : পিতা-মাতার জন্য সন্তানের দো 'আ সর্বোত্তম হ' লেও তাদের জন্য দান-ছাদাক্বাহ করা উত্তম। এতে দানকারীও ছওয়াব পাবে।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّىَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَإِنِّى أَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَلِىَ أَجْرٌ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا قَالَ :نَعَمْ –

আয়েশা (রাঃ) হ' তে বর্ণিত তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে বললেন, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে, কিন্তু আমার বিশ্বাস তিনি (মৃত্যুর পূর্বে) কথা বলতে সক্ষম হ' লে কিছু ছাদাক্বাহ করে যেতেন। এখন আমি তাঁর পক্ষ হ' তে ছাদাক্বাহ করলে তিনি এর ছওয়াব পাবেন কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ' ।[27]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّىَ افْتُلِتَتْ نَفْسُهَا وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَتَصَدَّقَتْ وَأَعْطَتْ أَفَيُجْزِئُ أَنْ أَتَصَدَّقَ عَنْهَا فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم نَعَمْ فَتَصَدَّقِى عَنْهَا-

আয়েশা (রাঃ) হ' তে বর্ণিত তিবিলেন, জনৈক স্ত্রীলোক বলল, হে আললাহর রাসূল! আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি এভাবে মারা না গেলে ছাদাক্বাহ ও দান করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করি তবে তিনি কি এর ছওয়াব পাবেন? নবী করীম (ছাঃ) বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ কর' ।[28]

সাঈদ বিন সা ‘দ বিন উবাদাহ হ’ তে বর্ণিত তিনি বলেন, সা ‘দ বিন উবাদাহ নবী (ছাঃ)-এর সাথে কোন এক যুদ্ধে গমন করলেন। এরই মধ্যে সা ‘দের মায়ের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসল। তখন তাকে বলা হ’ ল-আপনি অছিয়ত করেন। তিনি বললেন, কীসের অছিয়ত করব। ধন-সম্পদ যা আছে তাতো সা ‘দের। সা ‘দ ফিরে আসার পূবেই তিনি মারা গেলেন। সা ‘দ ফিরে আসলে বিষয়টি তাকে বলা হ’ ল। তখন তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তার পক্ষ থেকে ছাদাক্বাহ করলে এতে তার উপকার হবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা ‘দ (রাঃ) বললেন, উমুক উমুক বাগান তার জন্য ছাদাক্বাহ। তিনি বাগানটির নাম উল্লেখ করেছিলেন’ । [29]

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ ، قَالَ :يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ ، فَهَلْ يَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا بِشَيْءٍ ؟ قَالَ :نَعَمْ، قَالَ :فَإِنِّي أُشْهِدُكَ أَنَّ ، حَائِطِي الَّذِي بِالْمِخْرَافِ صَدَقَةٌ عَنْهَا-

ইবনু আববাস (রাঃ) হ’ তে বর্ণিত তিনি বলেন, সা ‘দ ইবনু উবাদাহ (রাঃ)-এর মা মারা গেলেন এবং তিনি সেখানে অনুপস্থিত ছিলেন। পরে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা আমার অনুপস্থিতিতে মারা যান। আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে কিছু ছাদাক্বাহ করি, তাহ’ লে কি তাঁর কোন উপকারে আসবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সা ‘দ (রাঃ) বললেন, তাহ’ লে আমি আপনাকে সাক্ষী করছি আমার মিখরাফ নামক বাগানটি তাঁর জন্য ছাদাক্বাহ করলাম’ ।[30]

অধ্যায় ৬: উপসংহার

এই গবেষণায় কুরআনুল কারিম, সহীহ হাদিস এবং ইসলামী তাফসির ও গবেষণাগ্রন্থের আলোকে পিতা-মাতার গুরুত্ব, মর্যাদা, অধিকার ও সন্তানের দায়িত্ব গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার আলোচনাসমূহ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইসলাম পিতা-মাতাকে অত্যন্ত উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে এবং তাদের অধিকারকে মানবজীবনের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে নির্ধারণ করেছে।

গবেষণায় দেখা গেছে যে, কুরআনে আল্লাহ তাআলা তাঁর ইবাদতের নির্দেশ দেওয়ার পরপরই পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহারের আদেশ দিয়েছেন। এটি প্রমাণ করে যে, ইসলামে পিতা-মাতার অধিকার কোনো সাধারণ সামাজিক রীতি নয়; বরং এটি ঈমান, তাকওয়া ও ইবাদতের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত একটি ধর্মীয় দায়িত্ব। আল্লাহর হকের পরেই পিতা-মাতার হককে স্থান দেওয়া হয়েছে, যা তাদের মর্যাদার সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রকাশ করে।

এ গবেষণার মাধ্যমে আরও প্রমাণিত হয়েছে যে–

পিতা-মাতা ইসলামে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী

ইসলাম পিতা-মাতাকে রহমত, ভালোবাসা ও ত্যাগের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপন করেছে। বিশেষত মায়ের গর্ভধারণ, প্রসব ও লালন-পালনের অসীম কষ্টের কারণে তাকে অধিক মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। হাদিসে তিনবার “মা” উল্লেখ করার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ মায়ের ত্যাগের গভীরতাকে বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। একইভাবে পিতাকেও পরিবার রক্ষা, উপার্জন এবং সন্তানের ভবিষ্যৎ গঠনের দায়িত্বের কারণে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

পিতা-মাতার সন্তুষ্টি জান্নাতের পথ

কুরআন ও হাদিসে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে যে, পিতা-মাতার সন্তুষ্টি অর্জন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অন্যতম মাধ্যম। তাদের সেবা, সম্মান, আনুগত্য এবং তাদের জন্য দোয়া করা শুধু নৈতিক কাজ নয়; বরং তা জান্নাত লাভের গুরুত্বপূর্ণ উপায়। রাসূলুল্লাহ ﷺ

বলেছেন যে, যে ব্যক্তি তার বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে পেয়েও তাদের সেবার মাধ্যমে জান্নাত অর্জন করতে পারল না, সে প্রকৃতপক্ষে ক্ষতিগ্রস্ত। এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে, পিতা-মাতার সেবা ইসলামে কত বড় মর্যাদাসম্পন্ন আমল।

পিতা-মাতার অবাধ্যতা বড় গুনাহ

গবেষণায় এটিও প্রতীয়মান হয়েছে যে, পিতা-মাতার অবাধ্যতা ইসলামে কবিরা গুনাহ হিসেবে বিবেচিত। কুরআনে "উফ" শব্দ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করার মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে, পিতা-মাতার প্রতি সামান্য বিরক্তি বা অসম্মানও গ্রহণযোগ্য নয়। হাদিসে শিরকের পরেই পিতা-মাতার অবাধ্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যা এ অপরাধের ভয়াবহতা প্রকাশ করে।

গবেষণার আলোচনায় আরও উঠে এসেছে যে, বর্তমান সমাজে আধুনিকতা, ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে অনেক ক্ষেত্রে পিতা-মাতার অধিকার উপেক্ষিত হচ্ছে। বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে অবহেলা করা, তাদের প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করা, আর্থিক দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া কিংবা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আসার মতো ঘটনা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এসব আচরণ ইসলামী শিক্ষার সম্পূর্ণ পরিপন্থী এবং পারিবারিক ও সামাজিক অবক্ষয়ের কারণ।

ইসলাম পরিবারকে সমাজের মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই পিতা-মাতার প্রতি সম্মান, ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পরিবারে শান্তি, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও নৈতিকতা গড়ে ওঠে। একজন সন্তান যখন পিতা-মাতার সেবা করে, তাদের জন্য দোয়া করে এবং তাদের সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করে, তখন সে কেবল একটি পারিবারিক দায়িত্বই পালন করে না; বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথেও অগ্রসর হয়।

অতএব, এই গবেষণা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, পিতা-মাতার প্রতি দায়িত্ব পালন প্রতিটি মুসলিমের জন্য শুধু নৈতিক কর্তব্য নয়; বরং এটি একটি অপরিহার্য ধর্মীয় দায়িত্ব। একজন প্রকৃত মুমিনের পরিচয় হলো–সে আল্লাহর ইবাদতের পাশাপাশি পিতা-মাতার অধিকার যথাযথভাবে আদায় করবে, তাদের সম্মান করবে, তাদের কষ্ট দেবে না এবং জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে তাদের কল্যাণের জন্য দোয়া করবে।

পরিশেষে বলা যায়, কুরআন ও হাদিসের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে অনুসরণ করার মাধ্যমে পরিবারে ভালোবাসা, সমাজে নৈতিকতা এবং মানবজীবনে শান্তি ও বরকত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। তাই প্রত্যেক মুসলিমের উচিত পিতা-মাতার মর্যাদা ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং ইসলামের নির্দেশনা অনুযায়ী তাদের প্রতি সর্বোচ্চ দায়িত্ব ও সম্মান প্রদর্শন করা।

রেফারেন্স

❖ **প্রাথমিক উৎস**

- সহীহ বুখারী
- সহীহ মুসলিম
- সুনান তিরমিযী
- তাফসির ইবনে কাসির
- রিয়াদুস সালেহিন
- ইসলামিক এথিক্স বিষয়ক গবেষণা গ্রন্থ
- মাসিক আত তাহরীক
- মাসিক আল কাউসার

❖ **গৌণ উৎস**

- আবুদাউদ হা/৫১৪২; মিশকাত হা/৪৯৩৬; ইবনু হিববান হা/৪১৮, ইবনু হিববান, হাকেম, যাহাবী, হুসাইন সুলাইম আসাদ-এর সনদকে ছহীহ ও জাইয়েদ বলেছেন (হাকেম হা/৭২৬০; মাওয়ারিদুয যাম' আন হা/২০৩০)। তবে শায়খ আলবানী ও শু 'আইব আরনাউত্ব যঈফ বলেছেন। এর সনদ যঈফ হ' লেও মর্ম ছহীহ।
- মুসলিম হা/১৬৩১; মিশকাত হা/২০৩।
- ইবনু মাজাহ হা/৩৬৬০; মিশকাত হা/২৩৫৪; ছহীহাহ হা/১৫৯৮।
- আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৬, সনদ হাসান।
- আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩৭, সনদ ছহীহ।
- মারদাভী, আল ইনছাফ ফী মা 'রিফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ ২/৫৬০।
- আল ইনছাফ ফী মা 'রিফাতির রাজেহ মিনাল খিলাফ ২/৫৬০।
- ইবনু মাজাহ হা/২৪১৩;; মিশকাত হা/২৯১৫।

- মুসলিম হা/১৮৮৬; মিশকাত হা/২৯১২; ছহীহুল জামে ‘ হা/৮১১৯।
- মীরাছ বণ্টনের নীতিমালা সম্বলিত সূরা নিসা ১১-১২ আয়াত দ্বারা অত্র আয়াতের সামগ্রিক হুকুম রহিত (মানসূখ) হয়েছে। তবে নিকটাত্মীয়দের মধ্যে যাদের মীরাছ নেই, তাদের জন্য বা অন্যদের জন্য এক তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে অছিয়ত করা মুস্তাহাব হওয়ার হুকুম বাকী রয়েছে’ (ইবনু কাছীর)।
- বুখারী, মুসলিম; মিশকাত হা/৩০৭১।
- আবুদাউদ হা/২৮৭০; ইবিনু মাজাহ হা/২৭১৩; তিরমিযী হা/২১২০; মিশকাত হা/৩০৭৩; ছহীহুল জামে ‘ হা/১৭২০, ৭৮৮,১৭৮৯।
- বুখারী হা/৬৩৭৩; মুসলিম হা/১৬২৮; মিশকাত হা/৩০৭১।
- বুখারী হা/১৯৫৩; মুসলিম হা/১১৪৮।
- আবুদাউদ হা/৩৩০৮; নাসাঈ হা/৩৮১৬; ছহীহাহ হা/১৯৪৬।
- ফাৎহুল বারী ৪/৬৪।
- বুখারী হা/১৯৫২; মুসলিম হা/১১৪৭; মিশকাত হা/২০৩৩।
- মুসলিম হা/১১৪৯ ; তিরমিযী হা/৬৬৭; মিশকাত হা/১৯৫৫।
- নাসাঈ হা/২৬৩৯; ইবনু হিববান হা/৩৯৯২; ছহীহাহ হা/৩০৪৭।
- বুখারী হা/১৫৫৩; মুসলিম হা/১১৪৮।
- আহমাদ হা/৫৬১২;ছহীহুল জামে ‘ হা/১৫২৫।
- বুখারী হা/৩৮১৮; মিশকাত হা/৬১৭৭।
- বুখারী হা/৩৮১৬।
- মুসলিম হা/২৪৩৫; ছহীহুল জামে ‘ হা/৪৭২২।
- মুসলিম হা/২৫৫২; মিশকাত হা/১৯১৭।
- ইবনু হিববান হা/৪৩২; ছহীহ আত-তারগীব হা/২৫০৬।
- বুখারী হা/ ১৩৮৮; মুসলিম হা/১০০৪; মিশকাত হা/১৯৫০।
- আবুদাউদ হা/২৮৮১।
- নাসাঈ হা/৩৬৫০; ইবনু হিববান হা/৩৩৫৪; ইবনু খুযায়মা হা/২৫০০; মু ‘জামুল কাবীর হা/৫৫২৩, সনদ ছহীহ।

- বুখারী হা/২৭৫৬,২৭৬২; আহমাদ হা/৩০৮০।
- আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১১, সনদ ছহীহ।
- আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮, সনদ ছহীহ।
- বুখারী হা/৩০০৪, ৫৯৭২; মুসলিম হা/২৫৪৯।
- মুসলিম হা/২৫৪৯; মিশকাত হা/৩৮১৭।
- আবূদাঊদ হা/১৫৩৬; তিরমিযী হা/১৯০৫; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৩২।
- বুখারী হা/২৪৮২, ১২০৬।
- আহমাদ হা/১৫৫৩৮; নাসাঈ হা/৩১০৪; ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১; ছহীহুত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২৪৮৫; মিশকাত হা/৪৯৩৯।
- মুসলিম হা/১৬৩১; আবূদাঊদ হা/২৮৮০।
- আহমাদ হা/১০৬১৮; মিশকাত হা/২৩৫৪, সনদ হাসান।
- বুখারী হা/১৩৮৮, ২৭৬০; মুসলিম হা/১০০৪; মিশকাত হা/১৯৫০।
- মুসলিম হা/২৫৫২; মিশকাত হা/৪৯১৭।
- মুসলিম হা/৯৭৬; আবূ দাঊদ হা/৩২৩৪; মিশকাত হা/১৭৬৩।
- বাযযার, ইবনুস সুন্নী; আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৪৪, সনদ ছহীহ।
- বুখারী হা/৬৭৬৮; মুসলিম হা/৬২; মিশকাত হা/৩৩১৫।
- বুখারী হা/৬৭৬৬; মুসলিম হা/৬৩; মিশকাত হা/৩৩১৪।
- বুখারী হা/৫৯৭৩; মুসলিম হা/৯০; মিশকাত হা/৪৯১৬।